RNI No. 71057/96

একাকী জন্মাষ্টমী

কলমে...

শ্রীজি ঘোষ

পৃষ্ঠা- ০৫

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

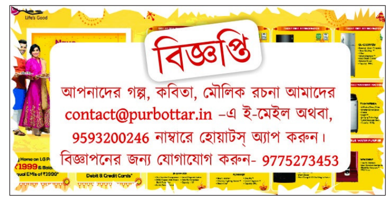

বর্ষ: ৩০, সংখ্যা: ১৮, কোচবিহার, শুক্রবার, ০৪ সেপ্টেম্বর - ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১২

Vol: 30, Issue: 18, Cooch Behar, Friday, 04 September - 17 September, 2026, Pages: 12 Rs. 3

কোচবিহারে প্রথম গঙ্গা আরতির মোহময় সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: রবিবারের সন্ধ্যা। দুপুর গড়াতেই কোচবিহারের ঐতিহাসিক মদনমোহন বাড়ির সামনে ধীরে ধীরে জমতে শুরু করেছে মানুষের ভিড়। সন্ধ্যা নামতেই যা পরিণত হয় মানুষের স্রোতে। গঙ্গার ঘাটে যে আরতি হয়, দূরদূরান্তের সেই জনপ্রিয় দৃশ্য নিজের শহরে স্বচক্ষে দেখার দুর্লভ আশায় ৩০ অগাস্ট বৈরাগীদিঘির পাড়ে জমা হয়েছিলেন কোচবিহারের হাজার হাজার মানুষ। কোচবিহারের ইতিহাসে এই প্রথমবার অনুষ্ঠিত হলো বর্ণাঢ্য গঙ্গা আরতি, যা পুরো শহরকে এক অন্যরকম আধ্যাত্মিক আবহে মুড়ে দেয়।

হরিদ্বার থেকে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত পাঁচজন দক্ষ পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ এবং সুশৃঙ্খল পৌরোহিত্যে শুরু হয় এই মহোৎসব। পুরোহিতদের হাতে একসঙ্গে জ্বলে ওঠা শত প্রদীপের আলো, ধূপের সুবাস আর শঙ্খধ্বনি-উলুধ্বনিতে মুহূর্তের মধ্যে বৈরাগীদিঘি চত্বর এক ভক্তিপূর্ণ ও মায়াবী পরিবেশের রূপ নেয়। সাধের গঙ্গার ঘাটের সেই চেনা দৃশ্য ঘরের দোরগোড়ায় দেখতে পেয়ে সাধারণ মানুষের চোখে-মুখে ছিল পরম প্রাপ্তির আনন্দ। ছোট থেকে শুরু করে বৃদ্ধ—সব বয়সের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে এই আয়োজন রূপ নেয় এক বিশাল জনসমুদ্রে।

অনুষ্ঠানের জৌলুস ও তাৎপর্য প্রসঙ্গে বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্রনাথ বোস আনন্দ প্রকাশ করে বলেন, "এটা কোচবিহারের মানুষের পরম সৌভাগ্য। হরিদ্বার থেকে বিশেষ পুরোহিতরা এসে এই আরতি সম্পন্ন করেছেন। শিল্প ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রীর উদ্যোগে আয়োজিত এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান আজ কোচবিহারবাসীকে গর্বিত করেছে।"

অন্যদিকে, হরিদ্বার থেকে আগত পুরোহিত পুনিত অভিভূত হয়ে জানান, এখানে এসে গঙ্গা আরতি করানোর অনুভূতি অসাধারণ। ভাবতেই পারেননি কোচবিহারের মানুষ এত বিপুল সংখ্যায় উপস্থিত হয়ে তাঁদের এই কাজের অংশীদার হবেন। সবমিলিয়ে, প্রথম এই গঙ্গা আরতি কোচবিহারবাসীর মনে গভীর ছাপ ফেলে এক অবিস্মরণীয় সন্ধ্যার সৃষ্টি করেছে তা বলাই বাহুল্য।

বেলা সরকারের বাড়িতে বিধানসভার স্পিকার

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বৃদ্ধা বেলা সরকারের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন বিধানসভার স্পিকার তথা কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক রথীন্দ্র বোস। ১ সেপ্টেম্বর তিনি বেলা সরকারের বাড়ি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন এবং তাঁর বিভিন্ন প্রতিভা ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে খোঁজ নেন। পাশাপাশি, তাঁকে সম্মান জানিয়ে সংবর্ধনাও প্রদান করেন বিধানসভার স্পিকার।

জানা গিয়েছে, বেলা সরকার দীর্ঘদিন ধরে নিজের প্রতিভার মাধ্যমে এলাকার মানুষের নজর কেড়েছেন। বয়সের ভার সত্ত্বেও তাঁর বিভিন্ন সৃজনশীল কর্মকাণ্ড ও প্রতিভা এখনও অব্যাহত রয়েছে। তাঁর এই অসাধারণ প্রতিভাকে সম্মান জানাতেই এদিন বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন রথীন্দ্র বোস।

সাক্ষাৎকালে বেলা সরকারের জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, প্রতিভা ও কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা হয়। তাঁর কথা মন দিয়ে শোনেন বিধায়ক তথা রাজ্যের স্পিকার। বেলা সরকারকে ফুল ও অন্যান্য উপহার দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

এই উদ্যোগে স্বাভাবিকভাবেই খুশি বেলা সরকার ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের বক্তব্য, সমাজে প্রবীণ ও প্রতিভাবান মানুষদের সম্মান জানানো হলে তাঁদের উৎসাহ আরও বাড়ে। বিধায়কের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয়রাও।

মিষ্টির দোকান ও হোটেলে ফের অভিযান

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: শহরের বিভিন্ন নামী মিষ্টির দোকান, হোটেল ও রেস্তোরাঁয় ফের বিশেষ অভিযান চালাল জেলা প্রশাসন। কয়েকদিন আগেই শহরের একাধিক হোটেল ও রেস্তোরাঁ পরিদর্শন করে রান্নাঘর ও খাবার তৈরির পরিবেশ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন কোচবিহারের জেলাশাসক জিতিন যাদব। এরপরই গত ২ সেপ্টেম্বর বুধবার ফের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিশেষ অভিযান চালানো হয়।

এদিন জেলাশাসকের নেতৃত্বে বিভিন্ন হোটেল ও রেস্তোরাঁয় পরিদর্শন করা হয়। আগের তুলনায় বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও ব্যবস্থাপনায় উন্নতি দেখতে পাওয়ায় প্রশাসনের আধিকারিকরা কিছুটা সন্তোষ প্রকাশ করেন। তবে আগামী দিনেও আরও ভালোভাবে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি, কোচবিহার শহরের বিভিন্ন মিষ্টির দোকানেও সদর মহকুমাশাসকের

নেতৃত্বে বিশেষ পরিদর্শন চালানো হয়। অভিযানে বেশ কিছু দোকানে অপরিষ্কার ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ নজরে আসে। একটি মিষ্টির দোকানে ফুড সেফটি লাইসেন্স না থাকার বিষয়টিও প্রশাসনের নজরে আসে।

এছাড়াও শহরের একাধিক মিষ্টির দোকানে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত কমার্শিয়াল গ্যাসের পরিবর্তে ডোমেস্টিক গ্যাস ব্যবহারের অভিযোগ সামনে আসে। নিয়ম না মেনে ডোমেস্টিক গ্যাস ব্যবহারের ঘটনায় অসন্তোষ প্রকাশ করে প্রশাসন। ভবিষ্যতে নিয়ম না মানলে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে বলে জানানো হয়েছে।

অভিযান শেষে একাধিক মিষ্টির দোকান এবং কয়েকটি হোটেল-রেস্তোরাঁকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নোটিশ দেওয়া হয়। প্রশাসনের নিয়ম ও নির্দেশিকা মেনে চলার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে নিয়ম লঙ্ঘন করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও স্পষ্ট করা হয়েছে। এদিনের অভিযানে মূলত খাবারের গুণমান, পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিধি, ফুড সেফটি লাইসেন্স এবং গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্ধারিত নিয়ম মানা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হয়।

জন্মদিনে সাফাইকর্মীদের পা ধুইয়ে দিলেন বিধানসভার স্পিকার

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: নিজের ৬৫তম জন্মদিন উপলক্ষে এক অনন্য মানবিক উদ্যোগের নজির গড়লেন বিধানসভা স্পিকার তথা কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক রথীন্দ্র বোস।

নিজের জন্মদিনকে আড়ম্বরের পরিবর্তে সাধারণ মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ৩০ অগাস্ট পৌরসভার সাফাই কর্মীসহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মীদের সম্মান জানালেন তিনি। নিজ হাতে তাঁদের পা ধুইয়ে দেন স্পিকার। এই ঘটনায় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন উপস্থিত কর্মীরা।

কর্মীদের প্রতি সম্মান ও তাঁদের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে স্পিকারের এই উদ্যোগে অনুষ্ঠানে তৈরি হয় এক আবেগঘন পরিবেশ। সমাজের প্রান্তিক স্তরে থেকে প্রতিদিন শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং বিভিন্ন পরিষেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা কর্মীদের প্রতি এই সম্মান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন উপস্থিতরা।

জন্মদিনের দিনে এমন মানবিক উদ্যোগের মাধ্যমে কর্মীদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিলেন রথীন্দ্র বোস।

'বই পড়ো, জীবন গড়ো' বার্তায় গ্রন্থাগার দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: 'বই পড়ো, জীবন গড়ো'—এই বার্তাকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের সহযোগিতায় ৩১ অগাস্ট উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে পালিত হলো সাধারণ গ্রন্থাগার দিবস। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার স্পিকার তথা কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক রথীন্দ্র বোস, সদর মহকুমাশাসক গোবিন্দ নন্দী-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও গ্রন্থাগারপ্রেমীরা।

অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব, বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যে জ্ঞানচর্চার প্রসারে গ্রন্থাগারের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়। বক্তাদের কথায়,

বর্তমান ডিজিটাল যুগেও বই ও গ্রন্থাগারের গুরুত্ব অপরিসীম। জ্ঞান ও মননশীল সমাজ গড়ে তুলতে নিয়মিত বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা জরুরি। বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সকলের কাছে বই পড়া ও জ্ঞানচর্চার অভ্যাস আরও প্রসারিত করার বার্তা দেওয়া হয়।

এসআইটিতে 'নলেজ নকআউট' চ্যাম্পিয়ন কোচবিহারের দেবাদিত্য

ভাস্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি: কঠিন প্রশ্ন, দ্রুত উত্তর দেওয়ার চাপ আর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কে এগিয়ে থাকবে, তা নিয়ে টানটান উত্তেজনা। এমনই আবহে ২৯ অগাস্ট, শনিবার শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এসআইটি)-তে অনুষ্ঠিত হল 'নলেজ নকআউট সিজন ৩ – মেগা ইন্টারস্কুল ক্যুইজ কম্পিটিশন'-এর গ্র্যান্ড ফিনালে। শেষ হাসি হাসল কোচবিহারের বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ। চ্যাম্পিয়ন হলেন ওই স্কুলের পড়ুয়া দেবাদিত্য সরকার। বলাবাহুল্য, এই অনুষ্ঠানের আয়োজক এসআইটি। পাওয়ার্ড বাই মুখার্জী হসপিটাল, শিলিগুড়ি এবং ইন্ডিয়ান ব্যাংক, শিলিগুড়ি শাখা। হেলথকেয়ার পার্টনার হিমালয়ান নার্সিং কলেজ অ্যান্ড স্কুল, শিলিগুড়ি এবং টেকনিক্যাল পার্টনার এমটিআরটি গ্রুপ, ডালখোলা। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি, পশ্চিমবঙ্গের (ম্যাকাউট) পরীক্ষা নিয়ামক ড. শুভাশিস দত্ত। প্রতিযোগিতায় প্রথম রানার্স-আপ হয়েছেন সোনারপুর বি কে হাই স্কুলের হর্ষিত রায়। দ্বিতীয় রানার্স-আপের স্থান দখল করেছেন জলপাইগুড়ির জার্মেলস অ্যাকাডেমির রুদ্র ভাওয়াল। বিজয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ট্রফি, শংসাপত্র এবং যথাক্রমে ৪০ হাজার, ৩০ হাজার ও ২০ হাজার টাকা নগদ পুরস্কার।

অনুষ্ঠানের যুগ্ম আহ্বায়ক পারমিতা চৌধুরী ও রত্নাঙ্কুর মজুমদার জানান, এ বার 'নলেজ নকআউট'-এর তৃতীয় পর্ব। উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি কিশানগঞ্জ-সহ সংলগ্ন এলাকার পড়ুয়াদের নিয়ে এই ক্যুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আয়োজকদের দাবি, গোটা প্রতিযোগিতায় ২৫টিরও বেশি শহরের ৬০টির বেশি স্কুল থেকে ৪ হাজারের বেশি পড়ুয়া অংশ নেয়। কয়েক সপ্তাহ ধরে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিযোগিতার পর এ দিন চূড়ান্ত পর্বে মুখোমুখি হয় সেরা প্রতিযোগীরা।

ফাইনাল পর্ব পরিচালনা করেন তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোরের পরিচিত ক্যুইজমাস্টার এবং 'ক্যুইজ ক্যাটালিস্ট'-এর প্রতিষ্ঠাতা সূর্য নারায়ণন। তাঁর প্রাণবন্ত সঞ্চালনায় প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি হাসি-মজাও চলেছে সমান তালে। কঠিন প্রশ্নের সামনে প্রতিযোগীদের দ্রুত চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দৃশ্যও নজর কেড়েছে। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল 'অডিয়েন্স রাউন্ড'। প্রতিযোগীদের পাশাপাশি দর্শকদেরও প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। সঠিক উত্তরদাতাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় আকর্ষণীয় পুরস্কার। ফলে ফাইনালের উত্তেজনায় দর্শকরাও সরাসরি শামিল হওয়ার সুযোগ পান।

আয়োজকদের মতে, শুধুমাত্র প্রতিযোগিতা নয়, পড়ুয়াদের মধ্যে সাধারণ জ্ঞান, কৌতূহল, যুক্তিবোধ এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া পড়ুয়া, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবকদের কাছ থেকেও ভাল সাড়া মিলেছে বলে দাবি কর্তৃপক্ষের।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ভাস্কর রায়, এসআইটির ভাইস প্রিন্সিপাল ড. অরুন্ধতী চক্রবর্তী-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা।

বিপদের ঘণ্টা উত্তরেও

বিশেষ প্রতিবেদন

নেপালের সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং সিকিমের হিমবাহের গলন উত্তরবঙ্গের নদীমাতৃক অঞ্চলগুলির জন্য নতুন করে বড় বিপদের ঘণ্টা বাজিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন যে, গ্লেসিয়াল লেক আউটবার্স্ট ফ্লাড এবং পাহাড়ি ঢলের কারণে উত্তরবঙ্গের সমতল ও পাহাড়ি এলাকাগুলি মারাত্মক ঝুঁকিতে রয়েছে। মূলত সিকিমের উচ্চ উচ্চতায় অবস্থিত ১৪টি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ হ্রদ ও ঝুলন্ত হিমবাহ যেকোনো সময় ভেঙে পড়ে আকস্মিক বন্যা ও ধস নামাতে পারে, যার নজির ২০২৩ সালের অক্টোবরে দক্ষিণ লহনাক হ্রদ ফেটে তিস্তায় নেমে আসা ভয়াবহ বিপর্যয়।

তিস্তা ছাড়াও বালাসন, মহানন্দা, তোর্সা ও জলঢাকা নদীর অববাহিকায় অব্যাহত ভূমিধস এবং অপরিকল্পিত নগরায়ণ এই ঝুঁকিকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসন মনসুন পরবর্তী সময়ে উত্তরবঙ্গের ১৬টি প্রধান নদীতে ড্রেজিং করার পরিকল্পনা নিয়েছে এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জলাভূমিগুলিতে আগাম সতর্কবার্তা ব্যবস্থা ও স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চালানো হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, হিমালয়ের ভূ-প্রাকৃতিক অস্থিরতার কারণে প্রাকৃতিক বিপর্যয় পুরোপুরি রোধ করা না গেলেও, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সঠিক পরিকল্পনা ও আগাম সতর্কতার মাধ্যমে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকটাই কমানো সম্ভব।

যোজনার টাকা পেতে মন্ত্রীর কার্যালয়ে ভিড়

বিশেষ প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: অন্নপূর্ণা যোজনার বকেয়া টাকা পাওয়ার জন্য শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডে রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের কার্যালয়ের সামনে ভিড় জমালেন শয়ে শয়ে মহিলা।

মন্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় আবেদন জানিয়েছিলেন যে, যাঁরা যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও এই ভাতার টাকা পাননি, তাঁরা যেন ৩১ অগাস্ট সোমবার দুপুরের মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সহ অফিসে আবেদন জমা দেন। এই ঘোষণার পরেই সকাল থেকে তীব্র রোদ ও গরমকে উপেক্ষা করে বিধায়কের অফিসের সামনে দীর্ঘ লাইন তৈরি হয়।

পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় এবং বিক্ষোভের সৃষ্টি হওয়ায় শেষ পর্যন্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করতে হয়। লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলাদের অভিযোগ, বহু স্বচ্ছল ও অযোগ্য ব্যক্তি টাকা পেলেও গরিব ও প্রকৃত প্রার্থীরা এই অনুদান থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে বয়স্ক ও অসুস্থ মহিলারা অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনাও ঘটে। শিলিগুড়িতে প্রায় ৩৫ হাজার মহিলা এই প্রকল্পের সুবিধা পেলেও বঞ্চিতদের ক্ষোভ সামাল দিতে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এখন হিমশিম খাচ্ছে প্রশাসন।

পশ্চিমবঙ্গে ৪ হাজার পার ডেঙ্গি আক্রান্ত, মৃত সাত

বিশেষ প্রতিবেদন

পশ্চিমবঙ্গে মশাবাহিত রোগ ডেঙ্গির প্রকোপ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত অগাস্ট পর্যন্ত রাজ্যে মোট ৪,০৩৫ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন এবং ফর্মালি ৭ জনের মৃত্যুর কথা জানানো হয়েছে। তবে এই পরিস্থিতি নিয়ে সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত না হওয়ার আহ্বান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছেন যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ১ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কলকাতা পুরসভা সহ রাজ্যের ২১টি পুরসভার প্রতিনিধি এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে এক বিশেষ পর্যালোচনা বৈঠক করেন তিনি।

বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী জানান, "গত বছর এই সময়ে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৭,৬০০-এর বেশি, যা এ বছর কমে ৪ হাজারের ঘরে নেমে এসেছে। সাধারণ মানুষের সচেতনতাই কেস কমে যাওয়ার মূল কারণ।" রাজ্যে সবচেয়ে বেশি ডেঙ্গুপ্রবণ ৫টি জেলা হিসেবে কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং মুর্শিদাবাদকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বর্তমানে অন্তত ১৪৮ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। পুরো পরিস্থিতির ওপর আগামী নভেম্বর মাস পর্যন্ত কড়া নজরদারি বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

ডেঙ্গুর আসল তথ্য প্রকাশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান যে রাজ্য সরকার কোনো তথ্য গোপন করবে না। তিনি চিকিৎসকদের স্পষ্ট পরামর্শ দেন, রোগীদের ডেঙ্গু হলে প্রেসক্রিপশনে তা যেন স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। (উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী তৃণমূল কংগ্রেস জমানায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা চেপে যাওয়ার যে অভিযোগ উঠত, তার প্রেক্ষাপটেই এই স্বচ্ছতার কথা বলেন তিনি)। অন্যদিকে, নগরোন্নয়ন ও পৌরবিষয়ক মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানান, গত বছরের তুলনায় এ বছর ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ১৫ শতাংশ কম। তবে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় টানা বৃষ্টির ফলে মশার বংশবৃদ্ধির নতুন ক্ষেত্র তৈরি হওয়ার আশঙ্কা থাকায় প্রশাসনকে বাড়তি সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

বক্সা-জয়ন্তীর গভীর জঙ্গলে আস্তানা প্রজাপতির দলের

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: সেতু নির্মাণ, রাস্তা সম্প্রসারণ এবং রাসায়নিকের ব্যবহারের কারণে দমনপুর থেকে রাজাভাতখাওয়া পর্যন্ত রাস্তার দুই ধারে প্রজাপতির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। পরিবেশগত প্রতিকূলতা ও খাদ্যের অভাবে এই রঙিন পতঙ্গগুলি এখন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বক্সা ও জয়ন্তীর জঙ্গলে চলে যাচ্ছে।

একসময় যে এলাকায় ঝাঁকে ঝাঁকে প্রজাপতি দেখা যেত, সেখানে আজ লতা-গুল্ম কাটা এবং যানবাহনের দৌরাত্ম্যে বাস্তুতন্ত্র ব্যাহত হয়েছে। এই ভারসাম্য রক্ষা করতে রাজাভাতখাওয়া প্রজাপতি সংরক্ষণাগারে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বক্সা ও জয়ন্তীর জঙ্গল থেকে বিশেষ প্রজাতির গাছ এনে প্রজাপতির খাদ্য এবং ডিম পাড়ার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে সেখানে।

রাজাভাতখাওয়া প্রজাপতি সংরক্ষণাগারের প্রোজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট তমোঘ্ন সেনগুপ্ত জানান, বক্সা দেশের অন্যতম সেরা প্রজাপতির হটস্পট, যেখানে প্রায় ৪৩০ প্রজাতির বেশি প্রজাপতি রয়েছে। লেবু গাছ, আকন্দ, ঝুমকোলতা কিংবা তিতাকুঞ্জ গাছের মতো প্রাকৃতিক আবাসের খোঁজে প্রজাপতিগুলির এই স্থান পরিবর্তন পরিবেশ সচেতনতার বার্তা দিচ্ছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইঝির বীরভূমে রহস্যমৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন

বীরভূম: পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইঝি বৃষ্টি মুখার্জির মৃতদেহ বীরভূম জেলার তাঁর নিজস্ব বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানানো হয়েছে। তিনি তৃণমূল সুপ্রিমোর খালাতো ভাই এবং স্থানীয় তৃণমূল নেতা নিহার মুখার্জির কন্যা।

পুলিশ জানিয়েছে, ১ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সকাল ১০টা নাগাদ বীরভূমের কুসুম্বা গ্রামের বাড়ির দোতলায় ২৮ বছর বয়সী ওই তরুণীকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান তাঁর পরিবারের সদস্যরা। ময়নাতদন্তের জন্য তাঁর মরদেহ রামপুরহাট গভর্মেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে এবং রামপুরহাট থানা এই মৃত্যুর ঘটনায় একটি তদন্ত শুরু করেছে।

বীরভূম জেলা পুলিশের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেন, "প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যার ঘটনা বলে মনে হচ্ছে। তবে আমরা অস্বাভাবিক মৃত্যুর প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখছি এবং তদন্ত চলছে।"

মৃত্যুর আসল কারণ এখনও নিশ্চিতভাবে জানা না গেলেও পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, ওই তরুণী গত কয়েক বছর ধরে ডিপ্রেশনে ভুগছিলেন এবং তার জন্য চিকিৎসাও করা হচ্ছিল। গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তাঁর বাবা নিহার মুখার্জি বলেন, "সে গত কয়েক বছর ধরে ডিপ্রেশনে ভুগছিল। আমরা তাকে চিকিৎসকের কাছেও নিয়ে গিয়েছিলাম। সকালে সে যখন ঘর থেকে নিচে নামেনি, তখন আমরা ওপরে গিয়ে তাকে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলতে দেখি।" এছাড়া বৃষ্টির সঙ্গে তাঁর স্বামীর বিবাহবিচ্ছেদের মামলাও চলছে বলে জানা গিয়েছে। তাঁর মা পম্পা মুখার্জি গণমাধ্যমকে জানান, "তাঁর সংসার টেকেনি। ওরা প্রায়শই তাকে এখানে পাঠিয়ে দিত। আমরা বিবাহবিচ্ছেদের মামলা করেছিলাম। আমরা এখন সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছি..."

এর পাশাপাশি, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরিহারাদের তালিকাতেও নাম ছিল বৃষ্টি মুখার্জির। ২০২৩ সালের মার্চ মাসে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাষ্ট্রীয় সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের প্রায় ২৬,০০০ শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীর চাকরি বাতিল হয়েছিল, যার মধ্যে বোলপুর আপার প্রাইমারি স্কুলের অশিক্ষক কর্মী হিসেবে বৃষ্টি মুখার্জিও তাঁর চাকরি হারিয়েছিলেন। কলকাতা হাইকোর্টের দেওয়া রায় পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্টও বহাল রেখেছিল।

যদিও পরিবারের পক্ষ থেকে প্রথমে দাবি করা হয়েছিল যে তিনি স্বাস্থ্যের কারণে চাকরি থেকে পদত্যাগ করেছিলেন, তবে পরে জানা যায় যে তাঁর নামও ওই কথিত অবৈধ নিয়োগ মামলায় জড়িয়ে পড়েছিল। ২০১৬ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশন 'চাকরির বিনিময়ে নগদ টাকা' কেলেঙ্কারি থেকে এই মামলার সূত্রপাত, যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৫ বছরের শাসনামলের অন্যতম বড় দুর্নীতির অভিযোগ হিসেবে আলোচিত। এই মামলায় তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, দলের বিধায়ক এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

মহারাজের ভাইরাল ভিডিও ঘিরে সিতাই থানায় মহিলাদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন

সিতাই: শীলদুয়ারের রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রমের এক মহারাজের আপত্তিকর ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনার প্রতিবাদে ৩০ অগাস্ট রবিবার রাতে বৃষ্টির মধ্যেই সিতাই থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান 'মা ভবানী' সংগঠনের মহিলারা। একইসঙ্গে অভিযুক্ত মহারাজের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করেন তাঁরা।

অভিযোগপত্রে মহারাজের বিরুদ্ধে নারীদের যৌন শোষণ ও নির্যাতনের অভিযোগ তুলে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। অভিযোগপত্রে শীলদুয়ারের সেবাশ্রমের নাম এবং অভিযুক্ত মহারাজের নাম উল্লেখ করার পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওটির বিষয়টিও তুলে ধরা হয়।

এদিন রাত প্রায় ৯টা নাগাদ বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে 'মা ভবানী' সংগঠনের মহিলারা সিতাই থানার সামনে জড়ো হন। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে তাঁরা স্লোগান দেন এবং বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি, পুরো ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে প্রকৃত সত্য সামনে আনতে হবে। অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

উল্লেখ্য, ভাইরাল ওই ভিডিওকে কেন্দ্র করে এর আগে রবিবার দুপুরে অভিযুক্ত মহারাজকে সিতাই থানার পুলিশ আটক করেছে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়।

মাদকবিরোধী সচেতনতা

নিজস্ব প্রতিবেদন

সাহেবগঞ্জ: 'মাদককে না বলুন' এই বার্তাকে সামনে রেখে মাদকবিরোধী সচেতনতা শোভাযাত্রার আয়োজন করল সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ। গত ২৯ অগাস্ট শনিবার দুপুরে সাহেবগঞ্জ থানা পুলিশের উদ্যোগে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

শোভাযাত্রায় বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের পাশাপাশি পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়াররা অংশ নেন। মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা এবং বিশেষ করে যুব সমাজকে মাদকাসক্তির হাত থেকে দূরে রাখাই ছিল এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

শোভাযাত্রায় মাদকবিরোধী বিভিন্ন স্লোগান ও বার্তার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরির চেষ্টা করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মাদক শুধু একজন ব্যক্তির জীবনই নয়, তার পরিবার ও সমাজকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার পাশাপাশি যুব সমাজকে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের পথে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়।

জলপথ সমবায় পরিবহণ সমিতির ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: একাধিক দাবিদাওয়া নিয়ে কোচবিহার জেলাশাসকের দপ্তরে ১ সেপ্টেম্বর ডেপুটেশন দিল কোচবিহার জলপথ সমবায় পরিবহণ সমিতি লিমিটেড।

সমিতির পক্ষ থেকে মূলত যাত্রী পরিষেবা পুনরায় চালু, কর্মচারীদের কর্মসংস্থান ও কর্মস্থল সুনিশ্চিত করা সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবি জানানো হয়।

সমিতির সদস্যদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে জলপথ পরিবহণ পরিষেবা ও কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে জটিলতা রয়েছে। এর ফলে যাত্রী পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি কর্মীরাও সমস্যায় পড়ছেন। দ্রুত সমস্যার সমাধান করে জলপথে যাত্রী পরিষেবা স্বাভাবিক করার দাবিতে এদিন জেলাশাসকের দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

সমিতির সদস্যদের আশা, প্রশাসন বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে।

ইউজিসি নেটে ১০০ পার্সেন্টাইল অর্জন হালিমের

জাতীয় স্তরে প্রথম

নিজস্ব প্রতিবেদন

মাথাভাঙ্গা: মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের নয়ারহাটের কৃষক পরিবারের সন্তান আব্দুল হালিম ইউজিসি নেট পরীক্ষায় বাংলা বিষয়ে ১০০ পার্সেন্টাইল ও জেআরএফ অর্জন করেছেন। জাতীয় স্তরে প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি এলাকায় তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। এর আগে সাতবার নেট পাশ করলেও সামান্য নম্বরের জন্য জেআরএফ পাননি। তাঁর এই সাফল্যে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে ব্যান্ড বাজিয়ে ও শীতলকুচির বিধায়কের উপস্থিতিতে উষ্ণ সংবর্ধনা জানান।

হোটেল-রেস্তোরাঁয় ফের পুলিশি অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহার শহরের হোটেল ও রেস্তোরাঁগুলিতে পরিচ্ছন্নতা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ফের বিশেষ অভিযান চালাল প্রশাসন। সম্প্রতি রাজবাড়ি সংলগ্ন একটি নামী হোটেলে আচমকা অভিযান চালিয়ে রান্নাঘরের অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন জেলাশাসক জিতিন যাদব। এরপর হোটেলটি দু'দিন বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।

জেলাশাসকের নির্দেশে গত ২৯ অগাস্ট ফের ওই হোটেল ও রেস্তোরাঁয় অভিযান চালানো হয়। অভিযানে ছিলেন সদর মহকুমাশাসক গোবিন্দ নন্দী, কোতোয়ালি থানার আইসি, ডিএসপি এবং ফুড সেফটি অফিসারদের একটি দল। তাঁরা হোটেলের রান্নাঘর, খাবার সংরক্ষণের ব্যবস্থা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা-সহ বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখেন।

পরিদর্শনের পর আপাতত হোটেলটি খোলার অনুমতি দেওয়া হলেও রান্নাঘর-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এখনও সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্নতা বজায় না থাকায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে ফের নোটিশ জারি করা হয়েছে। একইসঙ্গে হোটেল কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সতর্কতাও দেওয়া হয়।

প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, নির্দিষ্ট সময় পর ফের হোটেলটিতে পরিদর্শন করা হবে। সেই সময় কোনও ধরনের গাফিলতি বা অনিয়ম ধরা পড়লে আইনানুগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পৌরসভার কড়া বার্তা

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: শহরের পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ রক্ষায় সম্প্রতি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা জানাল কোচবিহার পৌরসভা।

পৌরসভায় আয়োজিত এক বিশেষ সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার ও ফাইনান্স অফিসার। সাংবাদিক সম্মেলনে পৌরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার জানান, শহরের যত্রতত্র পান-গুটখার পিক বা থুতু ফেলা যাবে না। প্রকাশ্যে থুতু ফেললে পৌরসভার পক্ষ থেকে জরিমানা করা হবে। যেখানে-সেখানে প্রস্রাব করলেও জরিমানা করা হবে বলে জানানো হয়। এছাড়াও নিষিদ্ধ ক্যারিব্যাগ ব্যবহার বন্ধে কড়া পদক্ষেপের কথা জানিয়ে পৌরসভার পক্ষ থেকে বলা হয়, নিষিদ্ধ ক্যারিব্যাগ ব্যবহার করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে জরিমানা হবে।

অন্যদিকে, জন্ম শংসাপত্রের ডিজিটাইজেশন পরিষেবা নিয়েও সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন পৌরসভার আধিকারিকরা। জানানো হয়, জন্ম সার্টিফিকেট ডিজিটাইজেশন পরিষেবা বন্ধ করার কোনও নির্দেশ এখনও আসেনি। ফলে এই পরিষেবা বর্তমানে চালু থাকবে। শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব রাখতে নাগরিকদের সচেতন হওয়ার পাশাপাশি পৌরসভার সঙ্গে সহযোগিতা করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ফুটপাত দখলমুক্ত করতে প্রশাসনের বুলডোজার অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহার শহরে ফুটপাত দখলমুক্ত করতে গত ২ সেপ্টেম্বর বুধবার দুপুরে বুলডোজার নিয়ে বিশেষ অভিযান চালাল জেলা প্রশাসন। জেসিবি মেশিনের সাহায্যে ফুটপাত দখল করে থাকা বিভিন্ন দোকান ও স্টলের সামনের বেআইনি দখল সরিয়ে দেওয়া হয়।

এদিন শহরের কেশব রোড থেকে বিটি ইভিনিং কলেজ পর্যন্ত এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। ফুটপাতের একাংশ দখল করে দোকান ও স্টল বসানোর ফলে পথচারীদের চলাচলে সমস্যা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। পাশাপাশি দখলের কারণে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় যানজটের সমস্যাও দেখা দিচ্ছিল।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ফুটপাত দখলমুক্ত করার পাশাপাশি পথচারীদের স্বাভাবিক চলাচল নিশ্চিত করা এবং শহরের যানজট কমানোই এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য। প্রশাসনের এই অভিযানের পর শহরের ফুটপাত কতটা দখলমুক্ত থাকে এবং আগামী দিনে ফের দখল হয় কি না, এখন সেদিকেই নজর শহরবাসীর।

ভুয়ো সার্টিফিকেট দেখিয়ে অধ্যাপনা, সাসপেন্ড

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: ভুয়ো এসসি শংসাপত্র ব্যবহার করে চাকরি পাওয়ার অভিযোগে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক কার্তিক দাসকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সাসপেন্ড করল বিশ্ববিদ্যালয়। সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আগে ১ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।

অসমের বাসিন্দা কার্তিক দাস এসসি সংরক্ষণের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পাওয়ার সময় কোচবিহারের মহকুমা দপ্তর থেকে পাওয়া একটি এসসি শংসাপত্র জমা দেন। পরে ওই শংসাপত্র নিয়ে অভিযোগ ওঠে। তদন্তের পর প্রায় এক মাস আগে মহকুমাশাসক শংসাপত্রটি বাতিল করেন বলে জানা গিয়েছে। এরপর বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানানো হলে অধ্যাপককে শোকজ করা হয়। তাঁর জবাব 'সন্তোষজনক' না হওয়ায় সাসপেনশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আরও অভিযোগ, পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার আগে মাথাভাঙা মহাবিদ্যালয় ও আলিপুরদুয়ারের শামুকতলা মহাবিদ্যালয়েও একই শংসাপত্র ব্যবহার করে চাকরি করেছিলেন কার্তিক দাস। বিষয়টি নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সঞ্চারী রায় মুখোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরিত সাসপেনশন সংক্রান্ত চিঠি প্রকাশ্যে এসেছে। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে নারাজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। অধ্যাপক কার্তিক দাসের সঙ্গেও যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও 'নীরব' তিনিও।

পূর্বোত্তর
১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

বর্ষ: ৩০, সংখ্যা: ১৮, কোচবিহার, শুক্রবার, ০৪ সেপ্টেম্বর- ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

সম্পাদকের কলমে...

ন্যায়বিচার কোনও দরকষাকষির বিষয় নয়

দিনহাটায় সাত বছরের এক শিশুকন্যাকে গণধর্ষণের ঘটনা ধামাচাপা দিতে কুড়ি হাজার টাকার প্রস্তাবের যে অভিযোগ উঠেছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও সমাজের চরম অবক্ষয়ের ছবি তুলে ধরে। নাবালিকার ওপর নারকীয় যৌন নির্যাতনকে যখন ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে না দেখে টাকার বিনিময়ে রফা করার চেষ্টা করা হয়, তখন তা আইনের শাসনের মৌলিক ভিত্তিকে উপড়ে ফেলে।

এই সব ক্ষেত্রে প্রশাসনের উচিত রাজনৈতিক দলগুলির পরস্পরের বিরুদ্ধে কাদা ছোঁড়াছুড়ি বা রাজনৈতিক স্বার্থের সংঘাতে বদ্ধ না থেকে তার ঊর্ধ্বে উঠে কেবল নির্যাতিতা শিশুর বিচারের ওপরেই যথেষ্ট নজর দেওয়া। যন্ত্রণাক্লিষ্ট মায়ের মুখ বন্ধ রাখতে টাকার প্রস্তাব দেওয়া কোনও ‘সালিশি’ নয়; এটি স্পষ্টতই সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপাট ও আইনকে প্রভাবিত করার মারাত্মক অপরাধ। অপরাধ ধামাচাপা দেওয়ার এমন কুপ্রবৃত্তি অপরাধীদের কাছে এই বার্তাই পাঠায় যে রক্ত-মাংসের সুরক্ষারও দরদাম করা সম্ভব।

পুলিশ-প্রশাসনের এই ক্ষেত্রে কোনও গড়িমসি বরদাস্ত করা যায় না। শিশুটির উন্নত চিকিৎসার পাশাপাশি প্রতিটি অভিযুক্তকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা উচিত। একই সঙ্গে মুখ বন্ধ রাখার জন্য টাকার টোপ দেওয়ার অভিযোগটিরও নিরপেক্ষ তদন্ত জরুরি। রাজনৈতিক প্রভাব বা টাকার জোরে দোষীদের আড়াল করার চেষ্টা বিচার ব্যবস্থার ওপর সাধারণ মানুষের আস্থাকে ধূলিসাৎ করে দেয়।

এর পাশাপাশি কোচবিহার জেলা আদালতের একটি রায় আশার আলো দেখায়, যেখানে তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রীকে নির্যাতনের দায়ে এক প্রাক্তন প্রধান শিক্ষককে কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। যথাযথ তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই যে অপরাধীর সাজা নিশ্চিত করা যায়, তা এই রায়ে স্পষ্ট।

একটি সভ্য সমাজে শিশুদের মর্যাদাকে ক্ষমতার চত্বরে আপসের বিষয় হতে দেওয়া যায় না। কোনও রাজনৈতিক ছাতা বা টাকার লোভ পকসো আইনের বিকল্প হতে পারে না। ন্যায়ের মীমাংসা বন্ধ দরজার সমঝোতায় নয়, হতে হবে আদালতের কাঠগড়াতেই।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক: সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকরী সম্পাদক: দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহকারী সম্পাদক: কঙ্কনা বালো মজুমদার, দুর্গাশ্রী মিশ্র, শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য, রাহুল রাউত
ডিজাইনিং ও গ্রাফিক্স: ভজন সূত্রধর, শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য, সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন অধিকারিক: রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক: মিঠুন রায়

চিরসারথীর দর্শন ও আধুনিক মানবতা

অস্থির সময়ের চালিকাশক্তি

উত্তর সম্পাদকীয়

হিন্দু ঐতিহ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম পুরুষ ভগবান এবং বিষ্ণুর পূর্ণাবতার হিসেবে পূজিত। তিনি অসীম আধ্যাত্মিক শক্তির সঙ্গে গভীর প্রজ্ঞা ও কৌশলের এমন এক অপূর্ব মিলন ঘটিয়েছেন, যা একই সঙ্গে তাঁকে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা এবং বৃন্দাবনের এক লীলাময় গোপালক হিসেবে চিনিয়ে দেয়। শাস্ত্রের গভীরতা বিচার করলে তাঁর স্বরূপ মানেই সর্বব্যাপিত্ব, মায়ার ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং সমস্ত দিব্য প্রকাশের মূল উৎস। আজকের দিনে তাঁর এই রূপ ও দর্শন আমাদের জীবনে এক নতুন দিশা দেখাতে পারে।

মহাজাগতিক সর্বব্যাপিত্বের মূর্ত প্রতীক হিসেবে শ্রীকৃষ্ণ যুগপৎ সর্বত্র বিদ্যমান থেকে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত জ্ঞান প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে ধারণ করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি অর্জুনকে নিজের বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন, যেখানে তাঁর অনন্ত দেহের মধ্যে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড, গ্যালাক্সি এবং কালচক্রের প্রকাশ ঘটেছিল। এ ছাড়া এই ভৌতিক জগতের প্রবঞ্চনা বা মায়ার ওপর তাঁর পূর্ণ আধিপত্য রয়েছে, অথচ তিনি এর দ্বারা কখনো মোহাচ্ছন্ন হন না। অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী কৃষ্ণ মাত্র সাত বছর বয়সে এক আঙুলে গোবর্ধন পর্বত তুলেছিলেন, বন্ধুদের বাঁচাতে দাবানল পান করেছিলেন এবং দ্রৌপদীর সম্মান রক্ষার্থে তাঁর বস্ত্র অনন্তকাল ধরে প্রসারিত করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রে যেসব আসুরিক শক্তিকে তিনি বধ করেছিলেন, তারা প্রত্যেকেই তাঁর স্পর্শে তাৎক্ষণিক মুক্তি বা মোক্ষ লাভ করেছিল। বৃন্দাবনে রাসলীলার সময় তিনি নিজের রূপ বহুভাগে প্রসারিত করে প্রতিটি গোপীর পাশে একযোগে নৃত্য করেছিলেন, যাতে প্রতিটি ভক্ত তাঁকে একান্তভাবে নিজের পাশে পায়। বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবিক গুণাবলীর দিক থেকেও তিনি অনন্য। তিনি ষোড়শ দিব্য গুণের অধিকারী—যার মধ্যে রয়েছে মন ও ইন্দ্রিয়ের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, অতুলনীয় সৌন্দর্য, অপার করুণা এবং চারুকলায় পারদর্শিতা। মহাভারতের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি এক মহান কৌশলবিদ হিসেবে পাণ্ডবদের সমস্ত সংকট থেকে রক্ষা করেছিলেন। পরিশেষে, যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে তিনি মানবজাতিকে কর্তব্য, নিষ্কাম কর্ম ও অনাসক্তির চিরন্তন শিক্ষা দিয়েছিলেন, যা আজও মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ নির্দেশিকা।

এই আধ্যাত্মিক ভাবনার সঙ্গে যখন আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “ভারতভাগ্যবিধাতা” কবিতার অন্তিম স্তবকটিকে মেলাই, তখন এক অনন্য ব্যঞ্জনা তৈরি হয়। যদিও চরণগুলি মূলত ভারতের ভাগ্যবিধাতাকে অর্পণ করে রচিত হয়েছিল, তবুও এর অর্থকে সরাসরি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রয়োগ করলে তা গভীর আধ্যাত্মিক রূপ ধারণ করে:

“পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ-যুগ ধাবিত যাত্রী।
হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লব-মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সঙ্কটদুঃখত্রাতা।
জনগণপথপরিচায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে॥”

এই শ্লোকটি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এক গভীর স্তুতি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের রথের সারথি হিসেবে তাঁর ভূমিকার কারণে তাঁকে এখানে ‘চিরসারথি’ বলা হয়েছে। যুগ যুগ ধরে উত্থান-পতনের বন্ধুর পথ বেয়ে চলা যাত্রীদের রূপকটি সেই বিশ্বজনীন মানবসংগ্রামকে ইঙ্গিত করে, যার নিয়ন্ত্রণ কৃষ্ণের হাতেই ন্যস্ত। “তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি” পঙক্তিটি দিব্য হস্তক্ষেপে পরিচালিত ইতিহাসের চিরন্তন গতিশীলতাকে ফুটিয়ে তোলে। যখন কবিতায় “দারুণ বিপ্লব-মাঝে” সংকট ও দুঃখ থেকে ত্রাতা রূপে “শঙ্খধ্বনি” বেজে ওঠার কথা বলা হয়, তখন তা সরাসরি কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি এবং ধর্মের পুনরুত্থানকেই স্মরণ করায়। এই লাইনগুলো কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মানবজীবনের প্রতিটি ঐতিহাসিক সংকট ও পালাবদলে কৃষ্ণই মানুষকে সঠিক পথে চালিত করছেন।

আজকের এই জটিল পৃথিবীতে—যেখানে ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা, নৈতিক অবক্ষয়, একাকীত্ব এবং পরিবেশগত সংকট বিরাজ করছে—কৃষ্ণের জীবনদর্শন এক অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, তখন তাঁর ‘ইতিবাচক ষড়যন্ত্র’ আমাদের সামলে চলার শিক্ষা দেয়। গভীর ভক্তিসহকারে উদযাপিত জন্মাষ্টমী মূলত এই ধরাধামে শ্রীকৃষ্ণের সেই দিব্য অবতারের আবর্তনের দিন। মথুরার কারাগারে শৃঙ্খলিত অন্ধকার ও অত্যাচারের মধ্যে তাঁর জন্ম প্রমাণ করে যে, যখনই পৃথিবীকে অন্ধকার গ্রাস করতে চায়, তখনই তাঁর আবির্ভাব ঘটে।

জন্মাষ্টমী কেবল কোনো জন্মদিনের উদযাপন নয়, বরং মানুষের চেতনাকে জাগিয়ে তোলার এক সুযোগ। পার্থিব দ্বন্দ্ব থেকে নিষ্ক্রিয়ভাবে দূরে সরে না থেকে তিনি জীবনের প্রতিটি বিশৃঙ্খল জটিলতায় সরাসরি অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর এই কৌশল হলো করুণা ও প্রজ্ঞার এক সুচারু রূপ, যা ভেতর থেকেই অধর্মকে নির্মূল করে।

তাঁর পার্থিব জীবন পর্যালোচনা করলে এই গঠনমূলক বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যেখানে অন্ধ আচারসর্বস্বতাকে ভেঙে তিনি প্রবৃত্তি ও শুভবুদ্ধিভিত্তিক এক গতিশীল ও সহানুভূতিশীল ধর্মবোধ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তিনি মানুষের অহংকারকে আঘাত করে ফল পাওয়ার অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা ত্যাগ করতে বলেছেন এবং সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে কেবল কর্মযোগ পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। একই সঙ্গে, তিনি প্রমাণ করেছেন যে আধ্যাত্মিকতার জন্য কঠোর বৈরাগ্য জরুরি নয়; বরং আনন্দ, শিল্প, সংগীত এবং গভীর ভালোবাসা সবই ঈশ্বরের কাছাকাছি পৌঁছানোর পবিত্র মাধ্যম।

আধুনিক মানবসভ্যতা যখন মানসিক চাপ, যান্ত্রিক একাকীত্ব এবং গভীর নৈতিক ক্লান্তির মধ্য দিয়ে পথ চলছে, তখন ঐতিহাসিকভাবে পূজিত শ্রীকৃষ্ণের দর্শনকে একটি সর্বজনীন ও ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নতুনভাবে মূল্যায়ন করা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ধর্মীয় গণ্ডির বাইরে দাঁড়িয়ে যদি আমরা কৃষ্ণের চরিত্র ও জীবনদর্শনকে বিশ্লেষণ করি, তবে তাঁকে একজন শ্রেষ্ঠ দূরদর্শী কৌশলবিদ, সংকটমোচনকারী এবং মানবিক চেতনার প্রতীক হিসেবে দেখতে পাই। তাঁর এই জীবনবোধ আমাদের শেখায় যে জীবনের যে কোনো কঠিন পরিস্থিতিতে ময়দান ছেড়ে পালিয়ে না গিয়ে, নিজের কর্মের প্রতি অবিচল থেকে এক বৃহত্তর শৃঙ্খলার হাতে আত্মিক দায়িত্ব সঁপে দিতে হবে। যখন কোনো মানুষ জীবনের জটিল কৌশলগত প্রজ্ঞার সঙ্গে তার নিজের ভেতরের সততা ও নৈতিকতার মেলবন্ধন ঘটাতে পারে, তখন প্রতিটি সংকটই আত্মিক উন্নতির এক একটি সোপানে পরিণত হয়।

জন্মাষ্টমীর চেতনা আমাদের কেবল কোনো পৌরাণিক ঘটনার কথা স্মরণ করায় না, বরং এটি আমাদের ভেতরের ঘুমিয়ে থাকা শুভবুদ্ধি ও জাগরণকে শঙ্খধ্বনি বাজিয়ে আহ্বান জানায়। অন্ধকার বা সংকটের বিরুদ্ধে লড়াই করার এই যে ইতিবাচক প্রয়াস, তা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। যখন মানুষ এই বিশ্বাসে বলীয়ান হয় যে সংকটের প্রতিটি আবর্ত থেকে উত্তরণের একটি পথ রয়েছে, তখন চিরসারথির মতো সেই চালিকাশক্তি মানুষকে তার অভ্যন্তরীণ অন্ধকার থেকে মুক্ত করে একটি আলোকময় ও অর্থপূর্ণ গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। এটি কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির মনন ও প্রগতির কাছে শাশ্বত প্রেরণা।

রাসমেলায় হারিয়ে যাওয়া রাজবংশী সংস্কৃতি তুলে ধরার দাবি আইনজীবী শিবেন রায়ের

পার্থ নিয়োগী

বিভিন্ন কারণে রাজবংশী সম্প্রদায়ের গৌরবময় ও ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে বসেছে। নতুন প্রজন্মের কাছে সেই সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরা এবং সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন বলে দাবি উঠল কোচবিহারে। কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাসমেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চে প্রতিদিন রাজবংশী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন লোকসংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের দাবি জানালেন বিশিষ্ট আইনজীবী তথা সমাজসেবী শিবেন রায়।

গত ৩০ অগাস্ট কোচবিহারের সুকান্ত মঞ্চে সর্বভারতীয় রাজবংশী ঐক্যমঞ্চের সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই দাবি জানান তিনি। শিবেন রায় বলেন, রাজবংশী সমাজের নিজস্ব ভাষা, লোকসংগীত, লোকনৃত্য, পোশাক, আচার-অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে এই অঞ্চলের ইতিহাস ও সংস্কৃতি গভীরভাবে জড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সংস্কৃতির অনেকটাই হারিয়ে যেতে বসেছে। আগামী প্রজন্মের কাছে এই ঐতিহ্যকে পৌঁছে দিতে হলে সরকারি ও সামাজিক স্তরে আরও বেশি করে উদ্যোগ নেওয়া দরকার।

তিনি আরও বলেন, কোচবিহারের রাসমেলা শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় বা বাণিজ্যিক মেলা নয়, উত্তরবঙ্গের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক মিলনক্ষেত্র। তাই রাসমেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চকে রাজবংশী সংস্কৃতি তুলে ধরার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাঁর দাবি, মেলা চলাকালীন প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোকসংগীত, ভাওয়াইয়া, লোকনৃত্য, নাটক এবং বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার সুযোগ দেওয়া হোক। এর ফলে একদিকে যেমন হারিয়ে যেতে বসা সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটবে, অন্যদিকে দেশ-বিদেশের মানুষের কাছেও কোচবিহারের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরা সম্ভব হবে।

আইনজীবী ও সমাজসেবী শিবেন রায়

সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিবেন রায় সামাজিক মর্যাদা ও সম্মান রক্ষার বিষয়টিও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মতো বরেণ্য ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতাকে নিয়ে কেউ কুরুচিকর মন্তব্য করলে যেমন তার প্রতিবাদ করা হয় এবং নিন্দা জানানো হয়, তেমনই রাজবংশী সম্প্রদায়ের মা-বোনেদের উদ্দেশ্যে কেউ অপমানজনক বা কুরুচিকর মন্তব্য করলে তারও তীব্র প্রতিবাদ হওয়া উচিত। এই ধরনের মন্তব্যের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানান তিনি।

শিবেন রায়ের বক্তব্যে রাজবংশী সংস্কৃতি সংরক্ষণ, সম্মান এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যে সেই ঐতিহ্যকে ছড়িয়ে দেওয়ার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়। তাঁর এই দাবিকে ইতিমধ্যেই সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ সমর্থন জানিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। অনেকের মতে, কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাসমেলার মতো বৃহৎ মঞ্চে নিয়মিত রাজবংশী সংস্কৃতির অনুষ্ঠান হলে তা শুধু একটি সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিকেই সমৃদ্ধ করবে না, বরং কোচবিহারের নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয়কেও আরও শক্তিশালী করবে।

গল্প

একাকী জন্মাষ্টমী

শ্রীজি ঘোষ

নিখিলের খুব মনখারাপ করছে! কিছু বলতেও পারছে না কাউকে, আর সত্যিই কিছু করার নেই। খুব বিশেষ কিছু নয়! মা চলে যাওয়ার এক বছর কিছু মাস হয়েছে, প্রতিটা পার্বণে বুকের ভেতরের একাকিত্বের যন্ত্রনাটা খুব বেশি ভারি হয়ে আসে! তার বাচ্চা মনটাও মাঝে মাঝে এখনও আবদার চায় কিন্তু ওই, উপায় নেই!

আগামীকাল জন্মাষ্টমী! নিখিলের ইচ্ছে ছিল তার মায়ের প্রতিষ্ঠিত গোপালের জন্য একটা কেক আনবে, গোপালের জন্মদিনে কেক কাটবে। বাড়িতে ঠাকুমা আছেন বয়স্কা, তিনি তালের ক্ষীর, তালের বড়া সবই করবেন গোপুর জন্যে কিন্তু তবুও ওর খুব ইচ্ছে কেক কাটবে!

সোহিনীর সাথে ব্রেকআপের পর আর তেমন যোগাযোগ নেই! নিখিলের ইচ্ছে ছিল ওর সাথেই পালন করবে। আজ মনটা মানছেনা, কেমন গুম হয়ে আছে; খুব একা লাগছে তার নিজেকে! গোপালের জামা কিনতে যাবে, বাবা গাড়ি নিয়ে গিয়েছে তাই আর এ বেলা বের হতে পারলো না। দুপুরে খাবার সময় হয়ে এসেছে! ঠাকুমা পাশে বসে নিজের মনে কি সব বলে চলেছেন কিন্তু তার মাথায় কিছুই ঢুকছে না।

বিকাল পাঁচটা। নিখিল বের হল। গোপালের জামা, একটা কেক কিনল! বাড়ির পাশের ক্যাফেটা তার নিজের বাড়ির মতোই! রোজই একবার করে ঢুঁ মেরে আসে! এক কাপ ব্ল্যাক কফি খেয়ে বাড়ি চলে যাবে ভেবে ঢুকতেই থমকে দাঁড়ালো! সোহিনী বসে আছে! দুজনে দুজনকে দেখলো, মৃদু হাসলো সোহিনী! নিখিল আজও মনেপ্রাণে সোহিনীকে চায়! কিন্তু সব চাওয়া কি আর পূরণ হয়! একটু হকচকিয়ে গিয়েছে নিখিল, বুকটাও কেমন চিনচিন করছে! বেরিয়ে আসলো নিখিল থাকতে না পেরে। যে মানুষটার কাছে বারবার ফিরে যেতে চেয়েছে আর বদলে উপেক্ষিত হয়েছে তার সামনে কেমন অস্বস্তি বোধ হয়! হয়তো এমনটাই হয়!

মা মারা যাওয়ার সময় আগে পরে সমস্তটাতেই তো ছিল মেয়েটা, তার পাশে তার সাথে! ভুলটাতো নিখিলের, সেই চলে গিয়েছিল অন্ধ মোহে ভেসে! কিন্তু এটাও সত্যি তার দিক থেকে কোনো খামতি সে রাখেনি কারো প্রতি! ভালো তো মন থেকেই বেসেছে! তাই এই যন্ত্রনাটাও তার একার! আর যতই বুক ফেটে যাক সে কিছুই বলতে পারবেনা, করতে পারবেনা! সে তো আর কৃষ্ণ ঠাকুর নয় যে, একদিকে রাধা থাকবে একদিকে রুক্মিণী; সে যতই ভালোবাসা থাক না কেন! হুমম! নিজের মনেই ‘রাধে রাধে’ বলে হেসে বাড়ির পথে রওনা দিল নিখিল।

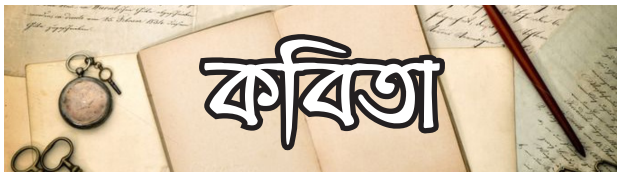

আস্তাবলের এক্সিবিশন

অনির্বাণ বোস

আমার চৈতন্য আবিষ্ট জ্যোতির্ময় বালামচি
একটা কালো ঘোড়ার মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছি আমি,
অগাধ কৌতূহলী ঘোড়াদের সরু কঙ্কাল দেখি সারাদিন!
দেখি ব্যাটালিয়নে সিল্কের শাড়ি পড়ে অনাহুতের মতো এসেছিল
রাঙা হিজড়ের দল; ঘোড়াদের জন্মের পর।
মহাবিশ্বের উচ্ছিষ্ট কমলালেবু আমি,
চলে যেতে চেয়েছি ঘোড়াদের মুখগহ্বরে;
যারা খেতে পায়নি তবু ভালোবেসেছে ছোলা, বীজ ফসল!
নাও, টাঙানো হল তোমার আস্তাবলে আমাকে
অবলীলায় মন্তব্য করো যা খুশি
আঘাত করো সযত্নে, স্পর্ধা তোমার কিংবদন্তী।
ঘোড়াদের কেন সামিল করো এই যুদ্ধে?
সারা পৃথিবী ভরে পড়ে আছে অপূর্ব গিনিপিগ
হাজার হাজার এক্সপেরিমেন্ট যাবৎ
আজও ঘোড়াদের কোনো অল্টারনেটিভ নেই!

বালির কণা

বিরাজ মন্ডল

জানো? তোমার জন্য ভরেছে প্রাচীন নদের জল,
সবুজে মাখা তীরে আজ বিষাক্ত ফল।
সাঁতার কাটে না কেউ সেখানে,
কূল পরিণত শ্মশানে।
নিয়ত উন্মাদ ঢেউয়ে,
চিড় ধরেছে বহুমূল্য পাথরে।
ঢেউ নীরবে আঘাত হানে
সে তো আবদ্ধ অনুভূতিতে।
কিছু অনুভূতি চিৎকার করে?
কপটের ঘূর্ণিপাকে কেউ পড়ে।
খাঁটি ভাষা প্রকাশ হয়?
চাপা পড়ে শুধু একটি বালির কণায়।

প্রকৃতির প্রতিদান

সবুজের মাঝে ফুটে থাকা এক টুকরো রঙিন প্রাণ,
নীরবে বলে—প্রকৃতিই জীবনের সবচেয়ে সুন্দর গান।
তাকে যত্নে ভালোবাসলে, সে ফিরিয়ে দেয় হাজার রঙ,
প্রকৃতির কোলে হারিয়ে যায় মনের সমস্ত ক্লান্তি।

ছবিতে ও কলমে ননিকা ধর

দার্জিলিং স্টেশনে ভেঙে পড়ল টয় ট্রেনের লোকো শেডের ছাদ

আহত ৭ রেলকর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন

দার্জিলিং: দার্জিলিং স্টেশনে হঠাৎই ধসে পড়ল ঐতিহ্যবাহী টয় ট্রেনের লোকো শেডের একাংশ। এই দুর্ঘটনায় সাত জন রেলকর্মী আহত হয়েছেন।

দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে সূত্রে জানা গিয়েছে, ২ সেপ্টেম্বর বুধবার সকালে এই দুর্ঘটনা ঘটে। সেই সময় শেডের ভেতরে বেশ কয়েকজন কর্মী কাজ করছিলেন। হঠাৎ ছাদের একটি অংশ ভেঙে পড়ায় তাঁরা আহত হন। সহকর্মীরা দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান। তবে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, আহতদের কারোরই চোট গুরুতর নয়।

দার্জিলিং হিমালয়ান রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে যান। এলাকার নিরাপত্তা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং দ্রুত মেরামতির কাজও শুরু হয়েছে। ঠিক কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ডিরেক্টর জানান, আগের রাত থেকেই প্রবল বৃষ্টি হচ্ছিল। সকালে শেডের একাংশ ভেঙে পড়ে। রেলকর্মী ও স্থানীয়দের চেষ্টায় দ্রুত উদ্ধারকাজ চালানো হয়।

মালদায় বন্ধ ৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নদীভাঙনের জের

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: তীব্র নদীভাঙনের জেরে মালদা জেলার শিক্ষাব্যবস্থায় বড় ধাক্কা। ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে মানিকচক ও রতুয়া ব্লকের মোট ৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিল জেলা শিক্ষা দপ্তর।

টানা বৃষ্টিতে গঙ্গার জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় মালদহের ভূতনি ও রতুয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভাঙন ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। এরই মধ্যে ৩০ অগাস্ট গভীর রাতে গঙ্গাবক্ষে তলিয়ে যায় রতুয়ার প্রায় ৩২০ জন পড়ুয়ার পশ্চিম রতনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি অংশ। এই ঘটনার পরেই প্রশাসনের টনক নড়ে। শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বন্ধ হওয়া বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ৫টি মানিকচকের এবং ৪টি রতুয়ার। শুধু তাই নয়, ভাঙনের কবলে পড়ার আশঙ্কায় আরও ৫টি স্কুল বন্ধ করে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে প্রশাসন।

স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে শত শত খুদে পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ। এতগুলি স্কুলের শিশুদের অন্য কোথায় বা কোন বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত করা হবে, সে বিষয়ে এখনও পর্যন্ত শিক্ষা দফতরের পক্ষ থেকে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়নি। ফলে দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন অভিভাবকেরা।

ফের চালু হতে চলেছে মালদা বিমানবন্দর

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: রাজ্য সরকারের উদ্যোগে খুব শীঘ্রই চালু হতে চলেছে মালদা বিমানবন্দর। কেন্দ্রের 'উড়ান' প্রকল্পের আওতায় বিমান পরিষেবা চালুর লক্ষ্যে গত ২ সেপ্টেম্বর বুধবার বিমানবন্দরের পরিকাঠামো পরিদর্শন করলেন ইংরেজবাজারের বিধায়ক অম্লান ভাদুড়ি।

জেলা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে বিমানবন্দর ঘুরে দেখেন বিধায়ক। সেখানে পরিকাঠামোসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি। পরে বিধায়ক জানান, বিমান পরিষেবা দ্রুত চালুর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কাজ শুরু হয়েছে। এদিন পরিবহণ দপ্তরের বৈঠকেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে।

প্রসঙ্গত, ১৯৮২ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও সাংসদ গণি খান চৌধুরীর উদ্যোগে মালদা বিমানবন্দর চালু হয়েছিল। তবে প্রায় এক মাসের মধ্যেই নিয়মিত পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে মাঝেমধ্যে হেলিকপ্টার পরিষেবা চালু থাকলেও বাণিজ্যিক বিমান চলাচল নেই। বিমানবন্দরটি ফের চালু হলে কলকাতাসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে মালদার যোগাযোগ আরও সহজ হবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। দ্রুত পরিষেবা চালুর আশায় আশাবাদী মালদাবাসী।

জেলা পরিষদকে উপেক্ষা করে স্টল বিলি, তুঙ্গে রাজনৈতিক বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদকে না জানিয়েই তাদের মার্কেট কমপ্লেক্সে ২৮ জন ক্ষুদ্র মাছ ব্যবসায়ীকে লটারির মাধ্যমে স্টল বিলির অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। ৩১ অগাস্ট সোমবার ময়নাগুড়ি পুরনো বাজারের ব্যবসায়ী সমিতির হলঘরে এই স্টল বণ্টন করা হয়, যেখানে জেলা পরিষদের কোনো প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না।

তৃণমূল পরিচালিত জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন জানিয়েছেন, এ বিষয়ে তাঁদের কোনো অনুমতি দেওয়া হয়নি এবং গোটা বিষয়টি তাঁদের কাছে অজানা। তৃণমূলের পক্ষ থেকেও এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। অন্যদিকে বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি চঞ্চল সরকারের দাবি, জেলা পরিষদের অনুমতি নিয়েই লটারির মাধ্যমে এই স্টলগুলি বিলি করা হয়েছে যাতে ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের দুর্ভোগ দূর হয়। দীর্ঘবছর পরিত্যক্ত থাকা এই স্টল লটারির মাধ্যমে পাওয়ায় ব্যবসায়ীরা খুশি হলেও, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে।

টোল দুর্নীতির অভিযোগে ইডি অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা: জাতীয় সড়কে টোল আদায়ে অনিয়মের অভিযোগের তদন্তে গত ২ সেপ্টেম্বর বুধবার সকালে কলকাতার শেক্সপিয়র সরণির একটি আবাসনে অভিযান চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। একই সঙ্গে দেশের সাতটি রাজ্যের মোট ১৪টি জায়গায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে ইডি সূত্রে খবর।

উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ে দায়ের হওয়া একটি অভিযোগের ভিত্তিতেই এই অভিযান বলে জানা গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান-সহ আরও কয়েকটি রাজ্যে একযোগে তল্লাশি চলছে। সূত্রের খবর, শেক্সপিয়র সরণির আবাসনের তৃতীয় তলায় একটি অফিসে তল্লাশি চালাচ্ছেন ইডি আধিকারিকরা।

অভিযোগ, বিশেষ সফটওয়্যার ব্যবহার করে জাতীয় সড়কে বেআইনিভাবে টোল আদায় করা হয়েছে। টোলের অর্থ কোথায় গিয়েছে এবং এই ঘটনায় কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখতেই এই অভিযান।

সেচের জলাশয়ে মা হাতি-শাবক

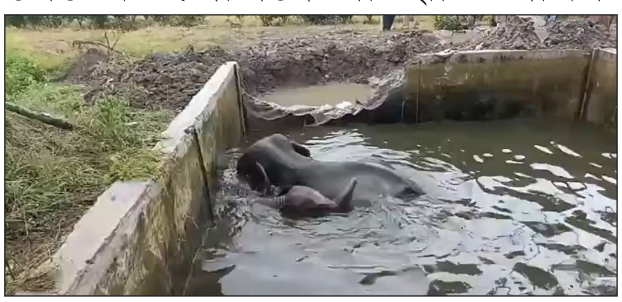

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: চা বাগানের সেচের জলাশয়ে পড়ে বিপাকে পড়ল মা হাতি ও তার শাবক। গত ২ সেপ্টেম্বর বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রাম চা বাগানে।

স্থানীয়রা জলাশয়ে হাতি দু'টিকে পড়ে থাকতে দেখে বনদপ্তর ও পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করেন বনকর্মীরা। দীর্ঘ চেষ্টার পর মা হাতি ও শাবক দু'টিকেই নিরাপদে জলাশয় থেকে উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিকভাবে অনুমান, বক্সার জঙ্গল থেকে লোকালয়ের দিকে যাওয়ার সময়ই তারা জলাশয়ে পড়ে যায়। কীভাবে ঘটনাটি ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে বনদপ্তর।

মহালয়ায় ইডেনে মেগা শো

উপস্থিত থাকতে পারেন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা: রাজনৈতিক পালাবদলের পর বাংলায় প্রথম দুর্গাপুজোকে ঘিরে মহালয়ায় বড়সড় অনুষ্ঠানের উদ্যোগ রাজ্য সরকারের। আগামী ১০ অক্টোবর মহালয়ার দিন কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে মেগা শোয়ের আয়োজন করা হতে পারে। সূত্রের খবর, অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

ইতিমধ্যেই অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের তরফে আয়োজনের জন্য দরপত্র প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে বলে খবর। বাংলার দুর্গাপুজোর ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতির পাশাপাশি ধুনুচি নাচ, ছৌ নাচ এবং ঢাকের তালে সাজবে অনুষ্ঠান। দুর্গাপুজোর সঙ্গে যুক্ত শিল্পী ও বিভিন্ন পেশার মানুষের জীবিকার বিষয়টিকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। বাংলার দুর্গাপুজোকে আরও বৃহত্তর আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরাই এই আয়োজনের অন্যতম লক্ষ্য।

তবে ইডেনে এত বড় অনুষ্ঠানের আগে নিরাপত্তা ও পরিকাঠামোর বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সব কিছু অনুকূল থাকলেই চূড়ান্ত হবে অনুষ্ঠান আয়োজনের সিদ্ধান্ত।

সাফারি নিয়ে চিন্তা বক্সায়

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: বক্সা টাইগার রিজার্ভের জয়ন্তী থেকে জঙ্গল সাফারি চিরতরে বন্ধ করে তা শুধুমাত্র রাজাভাতখাওয়া থেকে পরিচালনা করার পরিকল্পনা করছে বন দপ্তর। অক্টোবর মাসে বক্সায় বাঘ ছাড়ার প্রস্তুতি, নিরাপত্তা বলয় রক্ষা এবং অরণ্যের পরিবেশ শান্ত রাখতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে জয়ন্তীতে প্রায় ১৫টি ও রাজাভাতখাওয়ায় মাত্র ৪টি জিপসি চলে। পর্যটকদের অতিরিক্ত ভিড় ও গাড়ির দৌরাত্ম্য কমাতে জয়ন্তীতে রাত্রিযাপন ও সাফারিতে রাশ টানার ভাবনা রয়েছে প্রশাসনের।

তবে বন দপ্তরের এই সম্ভাব্য সিদ্ধান্তে ডুয়ার্সের জয়ন্তী অঞ্চলের পর্যটন ব্যবসায়ীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা, ব্যবসায়ী এবং জিপসি মালিকদের সাফারি বন্ধের ফলে জীবিকা হারানোর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তাঁদের স্পষ্ট দাবি, আগের মতো উভয় প্রান্ত থেকেই যেন জিপসি সাফারি চালু রাখা হয়। বন দপ্তর একতরফা সিদ্ধান্ত নিলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। ১৬ সেপ্টেম্বর জঙ্গল খোলার আগে বন দপ্তরের চূড়ান্ত নির্দেশিকার দিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছে পর্যটন মহল।

পাঁচ জেলায় নদীর জলস্তর পরিমাপের বার্তা সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: নেপালে বিপর্যয়ের পর উত্তরবঙ্গের তিস্তা ও জলঢাকা সহ ২৪টি নদীর জলস্তর পরিমাপের মাপকাঠি জরুরি ভিত্তিতে পর্যালোচনা করতে পাঁচ জেলার জেলা শাসককে চিঠি পাঠিয়েছে সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন (সিডব্লিউসি)। সিকিমে লোনাক লেক বিপর্যয়ের পর এবং নদীখাতে পলি জমে তিস্তাসহ ডুয়ার্স-তরাইয়ের অধিকাংশ নদী বিপজ্জনক হয়ে ওঠায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

জলপাইগুড়িতে অবস্থিত সিডব্লিউসি-র অফিস উত্তরবঙ্গ এবং সিকিমের নদীগুলির জলস্তর ও বৃষ্টির খবর নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে। তাদের সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, গত ২৫ বছরে তিস্তা, জলঢাকা, ডায়না, মহানন্দা, তোর্ষা, মূর্তি সহ ২৪টি নদীর জলস্তরের মাপকাঠির কোনও

পর্যালোচনা করা হয়নি। নদীখাত পলি জমে উঁচু হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে অল্প বৃষ্টি ও জলবৃদ্ধিতেই দ্রুত হলুদ বা লাল সতর্কতা জারি করতে হচ্ছে। এর ফলে জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার, দার্জিলিং এবং আলিপুরদুয়ার জেলার নদীগুলির গত ১৫ বছরের বন্যার পরিসংখ্যান ও বর্তমান অবস্থা তুলে ধরে সিডব্লিউসি প্রশাসনকে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠিয়েছে। চিঠি পাওয়ার পর উত্তরবঙ্গের জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা সেচ দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছেন। সেচ দপ্তরের সঙ্গে কথা বলেই তাঁরা দ্রুত কেন্দ্রীয় জল কমিশনের সঙ্গে যৌথ বৈঠকে বসবেন বলে জানা গিয়েছে।

নভেম্বরে মহাবীর চক্র মেমোরিয়াল ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন

নাগাল্যান্ড: নাগাল্যান্ডে আগামী ২ থেকে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত আয়োজিত হতে চলেছে দশম মরসুমের 'ক্যাপ্টেন (প্রয়াত) এন কেনগুরুসে, মহাবীর চক্র মেমোরিয়াল ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৬-২৭'। স্পিয়ার কর্পস এবং হেডকোয়ার্টার্স ইন্সপেক্টর জেনারেল আসাম রাইফেলস (উত্তর)-এর তত্ত্বাবধানে, নাগাল্যান্ড ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় এবং কোহিমা ও চুমৌকেদিমা জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সমর্থনে এই টুর্নামেন্টটি আয়োজিত হচ্ছে। এতে মোট ২০টি দল পাঁচটি দলের চারটি পুলে বিভক্ত হয়ে অংশ নেবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কোহিমার ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়াম এবং চুমৌকেদিমা ফুটবল স্টেডিয়ামে ম্যাচগুলি হবে। এই প্রতিযোগিতায় মোট ৮.৬৯ লক্ষ টাকার প্রাইজ পুল রয়েছে। ১ সেপ্টেম্বর থেকেই রেজিস্ট্রেশন শুরু হচ্ছে এবং ৩০ সেপ্টেম্বর রাত ৮টায় তা বন্ধ হবে।

আগামী ১০ নভেম্বর সমাপনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে টুর্নামেন্টের সমাপ্তি ঘটবে। বীর শহীদ ক্যাপ্টেন এন কেনগুরুসের সাহস, নিষ্ঠা ও ক্রীড়াসুলভ মানসিকতার মূল্যবোধকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি ফুটবলকে উদযাপন করা এবং তরুণ প্রতিভাদের অনুপ্রাণিত করাই এই বিশেষ সংস্করণের মূল লক্ষ্য।

আয়োজন থেকে বাদ শ্রীলঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন

নয়াদিল্লি: আইসিসি শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডে সরকারি হস্তক্ষেপে জটিলতার কারণে ২০২৭ সালে 'উইমেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি'-র উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজনের অধিকার শ্রীলঙ্কার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ৩১ অগাস্ট প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, স্বাগতিক দেশ সহ মোট ছয়টি দল নিয়ে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার প্রথম সংস্করণটি শ্রীলঙ্কায় হওয়ার কথা ছিল। তবে আইসিসি-র এই সিদ্ধান্তের ফলে টুর্নামেন্টে শ্রীলঙ্কা দলের অংশগ্রহণও অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে, কারণ আয়োজক দেশ হিসেবেই তাদের খেলার কথা ছিল।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, শ্রীলঙ্কাকে আয়োজকের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ায় তাদের ক্রিকেট বোর্ডের ওপর বড় ধরনের আর্থিক প্রভাব পড়তে পারে। এছাড়া নতুন ভেন্যু নির্ধারিত হলে শ্রীলঙ্কা নারী দল স্বাগতিক কোটায় সরাসরি খেলার সুযোগ হারাতে পারে, কারণ এই টুর্নামেন্টে শীর্ষ পাঁচটি দলের সঙ্গে স্বাগতিক দেশেরই অংশ নেওয়ার কথা ছিল। আগামী বোর্ড মিটিংয়ে টুর্নামেন্টের নতুন ভেন্যু চূড়ান্ত করতে পারে আইসিসি।

সেরা অঙ্কুর

নিজস্ব প্রতিবেদন

নয়াদিল্লি: চেক প্রজাতন্ত্রের ডব্লিউটিটি ফিডার ওলোমুচ টুর্নামেন্টে ভারতের টেবিল টেনিস খেলোয়াড় অঙ্কুর ভট্টাচার্য সম্প্রতি তাঁর কেরিয়ারের প্রথম ডব্লিউটিটি পুরুষ একক বিভাগে সেরার শিরোপা জয় করেছেন। পাশাপাশি, তিনি সহযুগী ভারতীয় খেলোয়াড় আকাশ পালের সঙ্গে জুটি বেঁধে পুরুষদের ডবলস বিভাগে সোনা অর্জন করেছেন। বিশ্ব তালিকায় ৭৮ নম্বর খেলোয়াড় অঙ্কুর এককের ফাইনালে স্লোভেনিয়ার তৃতীয় বাছাই ডেনি কোজুলকে ৩-১ ব্যবধানে পরাজিত করে একটি স্মরণীয় অভিযান সম্পন্ন করেন। এর আগে, অঙ্কুর ও আকাশ পাল পুরুষদের দ্বৈতের ফাইনালে হাঙ্গেরির চাবা আন্দ্রেস সান্তোসি এবং পোল্যান্ডের অ্যালান কুলচিকি জালেভস্কিকে ৩-১ ব্যবধানে হারান।

২০২৫ সালে সুইডেনে অনুষ্ঠিত ইউরোপ ইয়ুথ স্ম্যাশের ফাইনালিস্ট অঙ্কুর, ওলোমুচে তাঁর প্রথম ডব্লিউটিটি শিরোপা জয়ের আগে ২০২৬ সালে ইতিমধ্যেই দুটি কোয়ার্টার ফাইনাল এবং দুটি সেমিফাইনালে পৌঁছেছিলেন।

ষষ্ঠ বিশ্ব নোম্যাড গেমসের উদ্বোধনে মোদি

নিজস্ব প্রতিবেদন

নয়াদিল্লি: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অন্যান্য এসসিও নেতাদের সঙ্গে কিরগিজস্তানের রাজধানী বিশকেকে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ বিশ্ব নোম্যাড গেমসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। দ্বিবার্ষিক এই ইভেন্টটি যাযাবর সভ্যতার সমৃদ্ধ ক্রীড়া ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও উত্তরাধিকারকে উদযাপন করে এবং বিভিন্ন দেশকে তাদের যৌথ সংস্কৃতির এক বর্ণিল উৎসবে একত্রিত করে।

এর আগে, প্রধানমন্ত্রী মোদি সাংহাই সহযোগিতা সংগঠনের শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে রাশিয়া, ইরান, কিরগিজ প্রজাতন্ত্র এবং আর্মেনিয়ার নেতাদের সাথে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন। ১ সেপ্টেম্বর তিনি ২৬তম সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার শীর্ষ সম্মেলনে ভাষণ দেন।

চায়না ওপেন ব্যাডমিন্টন

দ্বিতীয় রাউন্ডে কিদাম্বি শ্রীকান্ত ও তানভি শর্মা

বিশেষ প্রতিবেদন

সম্প্রতি চায়না ওপেন ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে দারুণ সূচনা ভারতের। পুরুষদের একক বিভাগে চিনের শেনজেনে চাইনিজ তাইপের চি ইউ জেনকে ২১-১৬, ২১-১৫ ব্যবধানে পরাজিত করে দ্বিতীয় রাউন্ডে জায়গা করে নিয়েছেন ভারতের অভিজ্ঞ শাটলার কিদাম্বি শ্রীকান্ত। তবে অপর এক পুরুষদের একক ম্যাচে কানাডার ভিক্টর লায়ের কাছে ১৪-২১, ৭-২১ ব্যবধানে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গিয়েছেন লক্ষ্য সেন।

মহিলাদের একক বিভাগের প্রথম রাউন্ডে ভারতের তানভি শর্মা ডেনমার্কের আমালি শুল্টজকে ২১-১৬, ২১-১৭ সরাসরি গেমে পরাজিত করে পরের রাউন্ডে উন্নীত হয়েছেন। তবে ভারতের অন্য এক প্রতিযোগী দেবিকা সাহাগ বুলগেরিয়ার কালয়ানা নালাবান্দোভার কাছে ১৮-২১, ১৫-২১ ব্যবধানে হেরে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছেন। এ ছাড়া মিশ্র দ্বৈত বিভাগে ভারতের ধ্রুব কাপিলা ও তনিষা ক্রাস্তো জুটি থাইল্যান্ডের তন্নাকর্ন সাহেং ও তন্নিচা সাহেং জুটিকে ২১-৮, ২১-৯ পয়েন্টে একতরফাভাবে হারিয়ে পরবর্তী রাউন্ডে নিজেদের স্থান নিশ্চিত করেছেন।

চিন মাস্টার্স সুপার ৭৫০ ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে বড় চমক দিলেন ভারতের অভিজ্ঞ শাটলার শ্রীকান্ত কিদাম্বি।

৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পুরুষদের একক প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি বিশ্বের ৯ নম্বর কানাডিয়ান খেলোয়াড় ভিক্টর লাইকে ২১-১৮, ২১-১৯ গেমে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইনালে প্রবেশ করেছেন। পরবর্তী রাউন্ডে হংকংয়ের লি চেউক ইউয়ের মুখোমুখি হবেন তিনি।

অন্য দিকে, মহিলাদের এককের দ্বিতীয় রাউন্ডে লড়াই করেও জাপানের টোমোকা মিয়াজাকির কাছে ১৭-২১, ২১-১৮, ১৬-২১ গেমে হেরে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গিয়েছেন তানভি শর্মা।

জাতীয় ক্রীড়া দিবসে প্রীতি ফুটবল

নিজস্ব প্রতিবেদন

চৌধুরীহাট: জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষ্যে চৌধুরীহাট রামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে সম্প্রতি বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের মাঠে আয়োজিত হল এক প্রীতি ফুটবল প্রতিযোগিতা। খেলাধুলার মাধ্যমে যুবসমাজকে উৎসাহিত করা এবং ক্রীড়াচর্চার প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিনহাটার বিধায়ক অজয় রায়। তিনি মাঠে উপস্থিত খেলোয়াড়দের উৎসাহ দেন এবং প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ী ও রানার্স-আপ দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন। পুরস্কার বিতরণকে ঘিরে খেলোয়াড় ও দর্শকদের মধ্যে ছিল উৎসাহ-উদ্দীপনা।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে তৈরি হয় আরও আনন্দঘন পরিবেশ। পুরস্কার বিতরণের পর বিজয়ী মহিলা ফুটবল দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে গানে মেতে ওঠেন বিধায়ক অজয় রায়। খেলোয়াড়দের সঙ্গে তাঁর এই আন্তরিক মুহূর্ত উপস্থিত সকলের নজর কাড়ে।

আফগানিস্তান সিরিজের জন্য ভারতীয় টি-টোয়েন্টি দলঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন

নয়াদিল্লি: আসন্ন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য ১৫ সদস্যের ভারতীয় পুরুষ দল ঘোষণা করা হয়েছে। এই সিরিজে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব দেবেন শ্রেয়াস আইয়ার এবং সহ-অধিনায়কের দায়িত্বে থাকবেন তিলক ভার্মা। ফিটনেস ছাড়পত্র সাপেক্ষে দলে ফিরেছেন তারকা পেসার জসপ্রীত বুমরাহ। এছাড়া দলে সুযোগ পেয়েছেন নীতীশ কুমার রেড্ডি, ওয়াশিংটন সুন্দর এবং হর্ষিত রানা। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জুলাই মাসে ওয়ানডে সিরিজে হাঁটুতে চোট পাওয়ার পর থেকে মাঠের বাইরে ছিলেন বুমরাহ।

আসন্ন এই সিরিজটি নয়া দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে আগামী ১৩, ১৫ এবং ১৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে এবং এতে আফগানিস্তান দল আয়োজকের ভূমিকা পালন করবে। ভারতীয় দলে অভিজ্ঞ ও তরুণ খেলোয়াড়দের এক দারুণ সংমিশ্রণ রাখা হয়েছে।

ভারতীয় দলে থাকছেন শ্রেয়াস আইয়ার (অধিনায়ক), তিলক ভার্মা (সহ-অধিনায়ক), বৈভব সূর্যবংশী, অভিষেক শর্মা, সঞ্জু স্যামসন, ঈশান কিষাণ, শিবম দুবে, নীতীশ কুমার রেড্ডি, অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, বরুণ চক্রবর্তী, রবি বিষ্ণোই, জসপ্রীত বুমরাহ, অর্শদীপ সিং এবং হর্ষিত রানা।

দলের ব্যাটিং অর্ডারে ওপেনিং থেকে শুরু করে মিডল অর্ডারে যেমন তারুণ্যের শক্তি রয়েছে, তেমনই বোলিং আক্রমণে স্পিন বিভাগ সামলাবেন বরুণ ও বিষ্ণোই। অন্যদিকে, পেস আক্রমণকে নেতৃত্ব দেবেন বুমরাহ ও অর্শদীপ। এই দলটি জাপানের আইচি-নাগোয়ায় ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া এশিয়ান গেমসের দলটির কথাই মূলত ফুটিয়ে তোলে।

আইপিএলে ধোনির না খেলার আসল কারণ ফাঁস করলেন সতীর্থ

বিশেষ প্রতিবেদন

চোটের কারণে নয়, ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে খেলতে না চাওয়ার জন্যই গত আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে একটি ম্যাচও খেলেননি মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। ধোনির সাবেক সতীর্থ সুব্রহ্মন্যম বদ্রীনাথের দাবি, পুরো ২০ ওভার উইকেটের পিছনে থেকে ফিল্ডিং করতে চেয়েছিলেন ধোনি। কিন্তু শারীরিক ধকল ও হাঁটুর অস্ত্রোপচারের কথা মাথায় রেখে

কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং তাঁকে কেবল ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার বা শুধু ব্যাটার হিসেবে নামানোর পরিকল্পনা করেন। ধোনির তা পছন্দ না হওয়ায় তিনি নিজেকে সরিয়ে নেন।

বয়স ও ফিটনেসের কথা ভেবে চেন্নাই ফ্র্যাঞ্চাইজি তাঁর পরিবর্ত হিসেবে সঞ্জু স্যামসনকে দলে নিলেও, ধোনির প্রথম একাদশের নিয়মিত ক্রিকেটার হিসেবেই মাঠে নামার জেদ রয়েছে। বদ্রীনাথের এই প্রকাশ করা তথ্য থেকেই মূলত ধোনির গত মরসুমের অনুপস্থিতির আসল কারণটি সামনে এসেছে।

নতুন রূপে জাওয়া 42 এফজে

কলকাতা: জাওয়া ইয়েজদি মোটরসাইকেল নিয়ে এল 'জাওয়া অল স্টার্স'—নিজস্বতা, আত্মবিশ্বাস, চারিত্রিক দৃঢ়তা, উন্নত আচরণ ও সাহসের প্রতীক এই নতুন ভাবধারা। এর প্রথম প্রকাশ ঘটেছে জাওয়া 42 এফজে-তে। নিও-ক্লাসিক ডিজাইনের সঙ্গে স্পোর্টি ও আধুনিক স্টাইলের মেলবন্ধনে তৈরি 42 এফজে। ব্রাশড অ্যালুমিনিয়াম ট্যাঙ্ক প্যানেল, স্পোর্টি স্টান্স ও শক্তিশালী রোড প্রেজেন্সের পাশাপাশি এতে রয়েছে 334-সিসি লিকুইড-কুল্ড DOHC সিঙ্গল-সিলিন্ডার ইঞ্জিন। ইঞ্জিনটি 7,500 আরপিএম-এ 29.17 পিএস পাওয়ার এবং 5,500 আরপিএম-এ 29.62 এনএম টর্ক দেয়। সংস্থার দাবি, এই সেগমেন্টের অধিকাংশ 350-সিসি মোটরসাইকেলের তুলনায় 42 এফজে 42 শতাংশ বেশি পাওয়ার দেয়।

বাইকটিতে রয়েছে 6-স্পিড গিয়ারবক্স, ডাবল-ক্র্যাডল ফ্রেম, 41 এমএম টেলিস্কোপিক ফ্রন্ট ফর্ক, গ্যাস-ফিল্ড টুইন রিয়ার শক অ্যাবজর্বার্স এবং 5-স্টেপ অ্যাডজাস্টেবল প্রিলোড। নিরাপত্তার জন্য রয়েছে ডুয়াল-চ্যানেল ABS, 320 এমএম ফ্রন্ট ও 240 এমএম রিয়ার ডিস্ক। 100/90-18 ফ্রন্ট এবং 140/70 R17 রিয়ার টায়ার ভালো গ্রিপ ও স্থিরতা নিশ্চিত করে।

আধুনিক ফিচারের মধ্যে রয়েছে সম্পূর্ণ ডিজিটাল ইন্সট্রুমেন্ট ক্লাস্টার ও ফুল-এলইডি লাইটিং। বাইকটিতে রয়েছে 790 এমএম সিট হাইট, 178 এমএম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স এবং 12 লিটারের ফুয়েল ট্যাঙ্ক। 42 এফজে ইতিমধ্যেই 'ভিউয়ার'স চয়েস বাইক অফ দ্য ইয়ার (2024)' এবং 'ভিউয়ার'স চয়েস মোটরসাইকেল অফ দ্য ইয়ার (2025)' পুরস্কার পেয়েছে। ক্লাসিক লেজেন্ডস-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা অনুপম থরেজার মতে, ট্রেন্ড অনুসরণের বদলে নিজস্ব পরিচয় ও পছন্দকে গুরুত্ব দেওয়া রাইডারদের মানসিকতাকেই 'জাওয়া অল স্টার্স'-এর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

অনলাইন বাজারে ইয়েজদি রোডস্টার রেড উল্ফ

কলকাতা: জাওয়া ইয়েজদি মোটরসাইকেলস তাদের ইয়েজদি রোডস্টার রেড উল্ফ এবার অ্যামাজন.ইন ও ফ্লীপকার্ট-এ বিক্রির জন্য এনেছে। এর ফলে গ্রাহকরা অনলাইনেই বাইকটি সম্পর্কে জানতে এবং কেনার প্রক্রিয়া শুরু করতে পারবেন।

১৯৭০-এর দশকের ইয়েজদি ঐতিহ্য থেকে অনুপ্রাণিত রেড উল্ফ -এ রয়েছে ডিপ রেড ফিনিশ, ক্রোম ডিটেলিং ও বোল্ড রোডস্টার ডিজাইন। এতে রয়েছে ৩৫০ আলফা২ লিকুইড-কুলড ইঞ্জিন, ৬-স্পিড গিয়ারবক্স, অ্যাসিস্ট অ্যান্ড স্লিপার ক্লাচ, ডুয়াল-চ্যানেল এবিএস এবং ১২.৫ লিটারের ফুয়েল ট্যাঙ্ক। বাইকটি ৩৫০ কিলোমিটারের বেশি রেঞ্জ দিতে সক্ষম।

ইয়েজদি রোডস্টার রেড উল্ফ -এর দাম ২,০৯,৯৫০ (এক্স-শোরুম, দিল্লি)। অ্যামাজন.ইন বা ফ্লীপকার্ট-এ এক্স-শোরুম বুকিয়ের টাকা দেওয়ার পর স্থানীয় অনুমোদিত ডিলার বাকি পেমেন্ট, রেজিস্ট্রেশন ও ইনস্যুরেন্সের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন।

জাওয়া ইয়েজদি মোটরসাইকেলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা অনুপম থরেজা বলেন, রোডস্টারের স্বতন্ত্র স্টাইল ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য রেড উল্ফ ইতিমধ্যেই রাইডারদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে। অ্যামাজন ও ফ্লিপকার্টে উপলব্ধ হওয়ার ফলে এখন দেশের বিভিন্ন শহরের রাইডাররা আরও সহজে মোটরসাইকেলটি খুঁজে কিনতে পারবেন। তাঁর মতে, এর মাধ্যমে পারফরম্যান্স ক্লাসিক্সের পরিসর আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ শক্তিশালী হবে।

কোম্পানির OWNERSHIP ASSURANCE PROGRAM-এর আওতায় রয়েছে ৪ বছর/৫০,০০০ কিমি ওয়ারেন্টি, ৬ বছর পর্যন্ত এক্সটেন্ডেড ওয়ারেন্টি, ৮ বছর পর্যন্ত রোডসাইড অ্যাসিস্ট্যান্স এবং ৫ বছর পর্যন্ত এএমসি। দেশজুড়ে ৪৫০টির বেশি সেলস ও সার্ভিস টাচপয়েন্টে এই সুবিধা মিলবে।

ফ্লিপকার্ট নিয়ে এলো সারথি

শিলিগুড়ি: ভারতের নিজস্ব ই-কমার্স মার্কেটপ্লেস ফ্লিপকার্ট তাদের বিক্রেতা এবং ব্র্যান্ডগুলির জন্য পেশাদার বিজ্ঞাপন সাহায্য প্রদান করতে 'সারথি' নামে একটি নতুন পার্টনার প্রোগ্রাম চালু করার কথা ঘোষণা করেছে। মূলত সব রকমের ব্যবসার জন্য ডিজিটাল বিজ্ঞাপনকে আরও সহজলভ্য করে তোলার লক্ষ্যেই ফ্লিপকার্ট অ্যাডসের এই উদ্যোগ। সংস্কৃত শব্দ 'সারথি' (যার অর্থ রথচালক)-এর নামে নামকরণ করা এই প্রোগ্রামটি বিক্রেতাদের বিজ্ঞাপনের জটিলতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে।

দুটি প্রধান স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে 'সারথি'। প্রথমটি হলো একটি AI-চালিত ক্যাম্পেইন ড্যাশবোর্ড, যা ATTHERATE.AI-এর সহযোগিতায় তৈরি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বিক্রেতারা রিয়েল-টাইম ডেটা, অটোমেটিক সতর্কতা এবং অ্যাকশনেবল ইনসাইট পাবেন। দ্বিতীয় স্তম্ভটি হলো একটি সার্টিফাইড এজেন্সি পার্টনার নেটওয়ার্ক, যার মধ্যে অ্যাকসেঞ্চার এবং ডেনসু'র মতো বিশ্বস্ত কনসালটেন্সিগুলি বিনামূল্যে বিক্রেতাদের সরাসরি ক্যাম্পেইন পরিচালনায় সাহায্য করবে।

এই প্রসঙ্গে ফ্লিপকার্ট অ্যাডসের সহ-সভাপতি বিজয় আইয়ার বলেন, "কোনও বিক্রেতাই যেন বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত দক্ষতার অভাবে পিছিয়ে না থাকে। সারথি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে প্রতিটি বিক্রেতা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষজ্ঞের সাহায্য বা শক্তিশালী AI টুলের সুবিধা পেতে পারেন।"

ATTHERATE.AI-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা কপিল টাংরি জানান, "বিক্রেতাদের কেবল অতিরিক্ত ডেটা নয়, বরং সুনির্দিষ্টভাবে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হওয়া উচিত তা জানানোই ছিল আমাদের মূল লক্ষ্য।"

অন্যদিকে, আমেদাবাদের 'প্রোভেকটাস হেলথকেয়ার'-এর মালিক মেহুল প্যাটেল তাঁর অভিজ্ঞতা শেয়ার করে বলেন, "আগে বিজ্ঞাপন নিয়ে আমাকে অনেক চিন্তা করতে হতো। কিন্তু সারথি আসার পর আমার ব্যবসা পরিচালনা করা এবং কোন কৌশলটি কাজ করছে তা বোঝা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে।" বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞ এজেন্সির সহায়তা এবং AI টুলের সংমিশ্রণে তৈরি 'সারথি' প্রোগ্রামটি বিক্রেতাদের ব্যবসার বৃদ্ধিতে এবং ক্রেতাদের জন্য কেনাকাটার অভিজ্ঞতা আরও উন্নত করতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ইয়ামাহা মোটর ইন্ডিয়া নিয়ে এল অল নিউ 'YZF-R2'

কলকাতা: ভারতের প্রিমিয়াম মোটরসাইকেল বাজারে নতুন বিপ্লব ঘটিয়ে ইয়ামাহা মোটর ইন্ডিয়া নিয়ে এল তাদের বহু প্রতীক্ষিত অল নিউ 'YZF-R2'। প্রতিযোগিতায় ভরপুর ২০০সিসি সেগমেন্টে এটি ইয়ামাহার প্রথম বাইক, যার প্রারম্ভিক এক্স-শোরুম মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ২ লক্ষ ৩০ টাকা ৫০০ টাকা। বিশ্বখ্যাত আর-সিরিজের আদলে তৈরি এই মোটরসাইকেলটি জাপানি প্রযুক্তির সঙ্গে ভারতীয় প্রকৌশলের যৌথ প্রয়াসে নির্মিত হয়েছে, যা তরুণ প্রজন্মকে খাঁটি সুপারস্পোর্টস পারফরম্যান্স ও আধুনিক প্রযুক্তির অভিজ্ঞতা দিতে প্রস্তুত। সম্পূর্ণ নতুন প্ল্যাটফর্মের ওপর তৈরি এই বাইকটিতে রয়েছে ২০৪ সিসি, লিকুইড-কুলড, ৪-স্ট্রোক, DOHC ইঞ্জিন। এটি থেকে সর্বোচ্চ ২৬.৫ পিএস শক্তি এবং ১৯.১ এনএম টর্ক পাওয়া যায়। বাইকটির ওজন মাত্র ১৪৯ কেজি, যা এর সেগমেন্টে এটিকে সবচেয়ে হালকা করে তুলেছে। এছাড়া এর ডিজাইন ও চেসিস তৈরি হয়েছে বিখ্যাত R6-এর আদলে, যা হাই-স্পিড স্থিতিশীলতা এবং নিখুঁত হ্যান্ডলিং নিশ্চিত করে। স্ট্যান্ডার্ড ফিচার হিসেবে বাইকটিতে ডুয়াল-চ্যানেল ABS, ট্র্যাকশন কন্ট্রোল সিস্টেম বা TCS, এবং ৩৭ মিমি USD ফ্রন্ট ফর্ক দেওয়া হয়েছে।

'YZF-R2' মূলত তিনটি ভেরিয়েন্টে বাজারে এসেছে। বেস ভেরিয়েন্টের দাম ২ লক্ষ ৩০ হাজার ৫০০ টাকা, যা মেটালিক ব্ল্যাক ও ডার্ক ব্লুইশ গ্রে রঙে পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় ভেরিয়েন্টটি QUICK SHIFTER সহ উপলব্ধ যার দাম ২ লক্ষ ৩৯ হাজার ৫০০ টাকা, এটি পাওয়া যাবে ম্যাট হোয়াইট পার্ল ও রেসিং ব্লু রঙে। আর টপ-এন্ড 'YZF-R2M' ভেরিয়েন্টটি মেটালিক গ্রে রঙে উপলব্ধ, যার দাম ২ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা। M ভেরিয়েন্টে প্রিমিয়াম থ্রিডি এমব্লেম, অ্যাডজাস্টেবল সাসপেনশন এবং ফাইভার সুয়েড ফিনিশড সিট রয়েছে। বাইকটিতে ৫ ইঞ্চির ফুল-কালার টিএফটি ডিসপ্লে এবং তিনটি রাইডিং মোড STREET, SPORT, RAIN যুক্ত করা হয়েছে। আগামী বছরের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে ভারতের সমস্ত BLUE SQUARE ডিলার শপে এই নতুন বাইকটি পাওয়া যাবে। ইয়ামাহার এই নতুন সংযোজন দেশের তরুণ রাইডারদের মধ্যে সুপারস্পোর্টস বাইকের অভিজ্ঞতাকে এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

হাইব ইন্ডিয়ার 'অডিশন: ফাইনাল কল' এবং বিশ্বমঞ্চে ভারতীয় প্রতিভার সন্ধান

শিলিগুড়ি: প্রাথমিক পর্যায়ে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়ার পর হাইব ইন্ডিয়া ভারতের তরুণ প্রতিভাদের খুঁজে বের করতে নিয়ে এলো 'হাইব ইন্ডিয়া অডিশন: ফাইনাল কল'। এর আগে ভারতের ২৮টি রাজ্য, ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং ১১৬টি দেশের ১,৬৫০টিরও বেশি শহর থেকে এই অডিশনে আবেদন জমা পড়েছে। হাইব ইন্ডিয়ার সিইও ড্যামিয়েন উচাং লি বলেন যে, এই বিশাল পরিমাণে পাওয়া সাড়া প্রমাণ করে ভারতের প্রতিটি কোণায় অসাধারণ প্রতিভা লুকিয়ে রয়েছে, তাদের গ্লোবাল মঞ্চে তুলে ধরতেই এই উদ্যোগ।

এবছর ২ সেপ্টেম্বর থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত অনলাইনে অডিশনের আবেদন নেওয়া হবে এবং এতে ২০০৫ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে জন্ম নেওয়া নারী শিল্পীরা এতে অংশ নিতে পারবেন। অনলাইন আবেদনের পাশাপাশি হাইব ইন্ডিয়া ভারতের আটটি নতুন শহরে—লখনউ, ডিমাপুর, কোহিমা, শিলং, জয়পুর, ইন্দোর, গোয়া এবং কোচিতে অন-গ্রাউন্ড অডিশন করবে। আবেদনকারীদের প্রথমে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে এবং শর্টলিস্টেড প্রার্থীদের কাস্টিং পার্টনারদের পক্ষ থেকে অডিশনের স্থান জানিয়ে দেওয়া হবে। এছাড়া প্রার্থীরা হোয়াটসঅ্যাপে "HI" লিখে খুব সহজেই অডিশন প্রক্রিয়া শুরু করতে পারবেন।

এই অন-গ্রাউন্ড অডিশন পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে টেস জোসেফ কাস্টিং। অন্যদিকে, ভারতের পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী অনলাইন কাস্টিং ক্যাম্পেইনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন পঞ্চমী ঘাভরি কাস্টিং এবং গ্লোবাল ক্যাম্পেইন পরিচালনা করছেন মিশেল চং।

ভোকাল, র‍্যাপ, নাচ, অভিনয় এবং মডেলিং—এই কয়টি ক্যাটাগরিতে প্রার্থীরা তাদের প্রতিভা দেখাতে পারবেন। এই পুরো অডিশন প্রক্রিয়ায় হাইব ইন্ডিয়াকে সহযোগিতা করছে কিয়া ইন্ডিয়া, নংশিম এবং প্রজেক্ট বি-এর মতো নামী কিছু ব্র্যান্ড। এই অংশীদারিত্ব তরুণ শিল্পীদের স্বপ্ন পূরণে এবং তাদের গ্লোবাল স্টেজে পৌঁছাতে বিশেষভাবে সাহায্য করবে।

HAIER M70: ঘরেই থিয়েটারের অভিজ্ঞতা

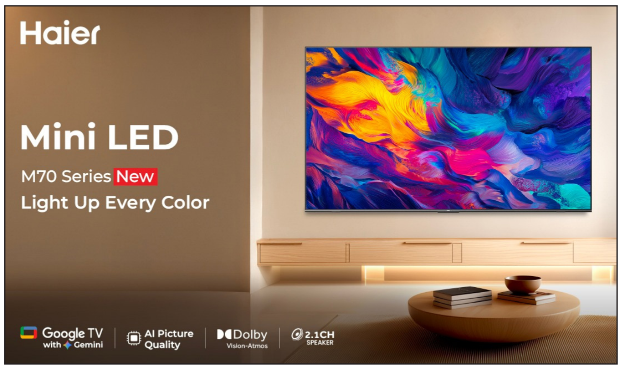

শিলিগুড়ি: হায়ার অ্যাপ্লায়েন্সেস ইন্ডিয়ার সিইও এন এস সতীশ নতুন মিনিএলইডি এম৭০ সিরিজ লঞ্চের কথা ঘোষণা করেছেন। হায়ার ইন্ডিয়া এই নতুন লাইনআপের মাধ্যমে ভারতীয় বাজারে হোম এন্টারটেইনমেন্টের অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত করার লক্ষ্য নিয়েছে। অত্যাধুনিক মিনিএলইডি প্রযুক্তি, ইন্টেলিজেন্ট মাইক্রো ডিমিং এবং হায়ারের এআই পিকচার কোয়ালিটি ইঞ্জিন সমন্বিত এই সিরিজটি রিয়েল-টাইমে উজ্জ্বলতা, কনট্রাস্ট ও নিখুঁত বিবরণ অপ্টিমাইজ করতে সক্ষম। পাশাপাশি, ডলবি ভিশন ও এইচডিআর১০+ সমর্থন প্রতিটি দৃশ্যকে আরও জীবন্ত করে তোলে। দর্শকদের সিনেমা হলের মতো অভিজ্ঞতা দিতে এতে রয়েছে ইনবিল্ট সাবউফার সহ শক্তিশালী ৫০ ওয়াটের ২.১ চ্যানেল স্পিকার এবং ডলবি অ্যাটমস প্রযুক্তি। গেম প্রেমীদের জন্য এই সিরিজে যুক্ত করা হয়েছে ১২০ হার্জ রিফ্রেশ রেট, ভিআরআর, এএলএলএম এবং একটি ডেডিকেটেড গেমিং বার। গুগল টিভি প্ল্যাটফর্ম এবং গুগল জেমিনি এআই ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্টের সাহায্যে ইউজাররা সহজেই হ্যান্ডস-ফ্রি ভয়েস কন্ট্রোল ও পছন্দসই কনটেন্ট উপভোগ করতে পারবেন। এছাড়া এতে রয়েছে ২ জিবি র‍্যা ম এবং ৩২ জিবি স্টোরেজ, যা স্মুথ মাল্টিটাস্কিং নিশ্চিত করে। ৪৩ ইঞ্চি থেকে শুরু করে ৮৫ ইঞ্চি পর্যন্ত বিভিন্ন স্ক্রিন সাইজে উপলব্ধ এই সিরিজের প্রারম্ভিক মূল্য ৩৯,১৯০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এন এস সতীশ জানান যে আজকের সংযুক্ত পরিবারের প্রত্যাশা পূরণে উন্নত ডিসপ্লে, অডিও এবং এআই ক্ষমতার মেলবন্ধন ঘটাতেই এই সিরিজ আনা হয়েছে। ১৭ জুন ২০২৬ থেকে দেশের টপ রিটেইল বিক্রেতার কাছে এটি পাওয়া যাচ্ছে এবং হায়ার ইন্ডিয়া এই মডেলগুলোর ওপর ৩ বছরের ওয়ারেন্টি দিচ্ছে।

শুরু SLAT 2027-এর রেজিস্ট্রেশন

পরীক্ষা ১৯ ও ২৬ ডিসেম্বর

কলকাতা: সিম্বায়োসিস ল অ্যাডমিশন টেস্ট (SLAT) ২০২৭-এর রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়েছে। পুনে, নয়ডা, হায়দ্রাবাদ ও নাগপুরের সিম্বায়োসিস ল স্কুলে স্নাতক আইন কোর্সে ভর্তির জন্য এই পরীক্ষা নেওয়া হবে।

আগামী ১৯ ও ২৬শে ডিসেম্বর ২০২৬ দেশের ৬২টি কেন্দ্রে কম্পিউটার-ভিত্তিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ৬০ মিনিটে ৬০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। লিগ্যাল রিজনিং, লজিক্যাল অ্যাপ্টিটিউড, অ্যানালিটিক্যাল স্কিলস, রিডিং কমপ্রিহেনশন ও জেনারেল নলেজ—পাঁচটি বিভাগ থাকবে। দু'বার পরীক্ষায় বসা যাবে এবং সর্বোচ্চ স্কোরটি বিবেচিত হবে। তবে নেগেটিভ মার্কিং নেই।

এই পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ ৪ ডিসেম্বর ২০২৬। দ্বাদশ শ্রেণিতে সাধারণ প্রার্থীদের ন্যূনতম ৪৫% এবং SC/ST প্রার্থীদের ৪০% নম্বর প্রয়োজন। আবেদন করতে হবে SLAT-TEST.ORG-এ। পরীক্ষার ফি ২,৫৫০ টাকা এবং প্রতিটি প্রোগ্রামের জন্য অতিরিক্ত ১,০০০ টাকা দিতে হবে।

WWE-এর অংশীদারিত্বে ফিরে এলো CLASH OF CLANS

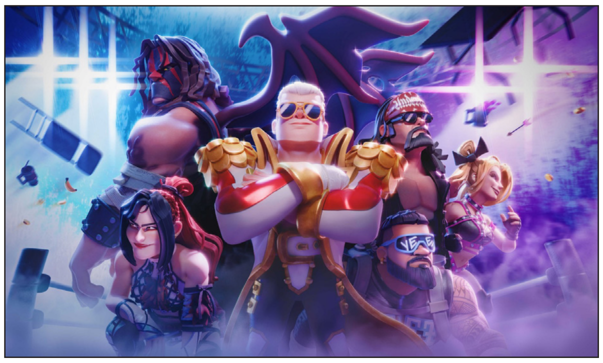

কলকাতা: দুই বিলিয়নেরও বেশি বার ডাউনলোড হওয়া জনপ্রিয় গেম 'CLASH OF CLANS'-এর সঙ্গে WWE-এর আরও একবার দারুণ জুটি বাঁধল, তবে এবারের লড়াইটা ভীষণ ব্যক্তিগত। WWE সুপারস্টার কোডি রোডস এবং লেজেন্ড জন সিনা রিংয়ের ভেতরের লড়াইয়ের জন্য পরিচিত হলেও, তাঁদের এই প্রতিযোগিতা কিন্তু রিং থেকে শুরু হয়নি। দুজনেই অনেক বছর ধরে 'ক্ল্যাশ অফ ক্ল্যানস' খেলেন এবং তাঁদের এই গেমিং ইতিহাস এখন WWE-এর লকার রুমেও বেশ চর্চিত। দীর্ঘ দশ বছর ধরে খেলা কোডি রোডস এবার জন সিনার গেমিং বেস খুঁজে বের করতে ক্ল্যাশ অফ ক্ল্যানস খেলোয়াড় এবং অন্য WWE তারকাদের সাহায্য চেয়েছেন। ফলে রিংয়ের এই পুরনো লড়াই এবার গেমের দুনিয়াতেও এসে পৌঁছেছে।

১ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 'CLASH OF CLANS'-এ প্রতিদিনের রেইডের মাধ্যমে জন সিনার বেস খুঁজে পাওয়ার সুযোগ থাকছে। খেলোয়াড়রা যত বেশি সফল রেইড করবেন, এই WWE তারকাকে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা তত বাড়ার পাশাপাশি একটি দুর্লভ 'কোডি রোডস স্ট্যাচু' উপহার হিসেবে জেতা যাবে। ১৭ বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নের বেস যে খুব একটা সহজ হবে না, তা বলাই বাহুল্য। এদিকে, সার্চ পার্টিকে শক্তিশালী করতে, রোডস দি আন্ডারটেকার, আইও স্কাই এবং আরও অনেক WWE সুপারস্টারের সমর্থন নিয়েছেন যারা এই শিকারে যোগ দিতে অনলাইনে তাদের নিজস্ব ফ্যানদের একত্রিত করবেন।

জন সিনা জানান যে, তাঁদের দ্বন্দ্ব রিংয়ে নয়, গেমের মাঠে শুরু হয়েছিল যখন তিনি কোডিকে ছাড়িয়ে দল থেকে বের করে দেন। দশ বছর পরও কোডি একা না পেরে লক্ষাধিক মানুষকে তাঁর বেস আক্রমণ করতে ডাকছেন, যার জবাবে সিনা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে ক্ষমতা থাকলে এসে বেস দখল করতে বলেছেন। এই ক্রসওভারে ছয়জন WWE সুপারস্টারকে ক্ল্যাশ অফ ক্ল্যানসের হিরো হিসেবে সাজানো হয়েছে: কোডি রোডস (বারবারিয়ান কিং), আলেক্সা ব্লিস (আর্চার কুইন), আন্ডারটেকার (গ্র্যান্ড ওয়ার্ডেন), আইও স্কাই (রয়েল চ্যাম্পিয়ন), জে উসো (মিনিয়ন প্রিন্স) এবং কেন (ড্রাগন ডিউক)।

খেলোয়াড়রা অস্থায়ী ট্রুপস, ১০ অক্টোবর নিউ অরলিন্সের 'মানি ইন দ্য ব্যাংক'-এর থিমে তৈরি বিশেষ ভিলেজ এবং চেস্টে থাকা অ্যাকশন ফিগার ইকুইপমেন্ট, চ্যালেঞ্জ টিকিট ও নিশ্চিত কোডি রোডস স্ট্যাচুর মতো আকর্ষণীয় পুরস্কার উপভোগ করতে পারবেন। ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সিনার সন্ধানে রোডসকে সাহায্য করতে আজই IOS বা GOOGLE PLAY থেকে CLASH OF CLANS ডাউনলোড করুন।

আয়ুর্বেদ সম্প্রসারণে 'বিকশিত ভারত' লক্ষ্যে অ্যামওয়ে

শিলিগুড়ি: 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আয়ুর্বেদ ক্ষেত্রে বড় পদক্ষেপ করল অ্যামওয়ে ইন্ডিয়া। সংস্থা চালু করল 'নিউট্রিলাইট আয়ুর্বেদ', যার অধীনে ৯টি নতুন পণ্য আনা হয়েছে। আগামী দু'বছরে এই বিভাগকে ১০০ কোটি টাকার ক্যাটেগরিতে পরিণত করার লক্ষ্য রয়েছে।

প্রথম পর্যায়ে বাজারে আসছে তিনটি ফর্মুলেশন—কালমেঘ, যা লিভারের সুস্থ কার্যকারিতায় সহায়ক; শিগরু (মরিঙ্গা), যা অতিরিক্ত চর্বি জমা ও প্রদাহ কমাতে সহায়তা করে; এবং বৃক্ষাম্লা (গার্সিনিয়া), যা বিপাকক্রিয়া ও তৃপ্তির অনুভূতি বাড়াতে সহায়ক।

এবিষয়ে অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাজনীশ চোপড়া জানান, আয়ুর্বেদের ক্রমবর্ধমান সম্ভাবনা এবং ভারত সরকারের আয়ুষ-কেন্দ্রিক উদ্যোগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নিউট্রিলাইটের ৯০ বছরেরও বেশি উদ্ভিদবিজ্ঞানভিত্তিক অভিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক যাচাইয়ের সঙ্গে আয়ুর্বেদের ঐতিহ্যকে যুক্ত করা হয়েছে।

অর্গানিকভাবে চাষ করা নিউট্রিসার্ট-সার্টিফায়েড খামার থেকে সংগৃহীত উপাদান দিয়ে তামিলনাড়ুর অ্যামওয়ের উৎপাদন কেন্দ্রে পণ্যগুলি তৈরি হচ্ছে। ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং, সক্রিয় উপাদান পরীক্ষা ও সিড-টু-সাপ্লিমেন্ট ট্রেসেবিলিটির মতো একাধিক গুণমান যাচাই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে। ৮ই সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে কালামেঘা (৩০ ট্যাবলেট) ৪৪৯ টাকা, শিগ্রু (৬০ ট্যাবলেট) ৬৫১ টাকা এবং বৃক্ষামলা (৩০ ট্যাবলেট) ৪৪৯ টাকায় অ্যামওয়ের অনুমোদিত চ্যানেলগুলিতে পাওয়া যাবে।

২০২৭-এ সাহিত্যের কুড়ি বছর পূর্তি উদযাপনে বেদান্ত-সমর্থিত জয়পুর লিটারেচার ফেস্টিভ্যাল

শিলিগুড়ি: আন্তর্জাতিক পরিধি ও বিশ্বজুড়ে প্রভাব বিস্তার করে জয়পুর লিটারেচার ফেস্টিভ্যাল (জেএলএফ) আগামী ২০২৭ সালের ১৪ থেকে ১৮ জানুয়ারি তার ২০তম সংস্করণ উদযাপন করতে চলেছে, যার মাধ্যমে এই সাহিত্য মঞ্চটি তার তৃতীয় দশকে পদার্পণ করছে।

২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং বর্তমান রূপরেখায় ২০০৮ সালে যাত্রা শুরু করা এই উৎসবটি এ পর্যন্ত আট হাজারের বেশি লেখক, বক্তা ও শিল্পীকে বরণ করে নিয়েছে। পাশাপাশি, সরাসরি পাঁচ মিলিয়নেরও বেশি দর্শনার্থীর অংশগ্রহণে মুখরিত হয়েছে এই প্রাঙ্গণ, আর ডিজিটাল মাধ্যম ও ব্রডকাস্ট পার্টনারদের সুবাদে এর ঢেউ আছড়ে পড়েছে এক বিলিয়নেরও বেশি মানুষের কাছে।

জয়পুরের সীমানা ছাড়িয়ে এই উৎসব আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, কানাডা, স্পেন, অস্ট্রেলিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, মালদ্বীপ ও আয়ারল্যান্ডে ১৫টিরও বেশি সংস্করণের মাধ্যমে বিশ্বজোড়া বিস্তার লাভ করেছে। পাশাপাশি, ভারতসহ সমগ্র অঞ্চলজুড়ে তিনশটিরও বেশি সাহিত্য উৎসব ও মিলনমেলায় এর গভীর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে। রাজস্থান সরকারের নিরবচ্ছিন্ন সহযোগিতাই এই উৎসবের অসামান্য পথচলাকে সহজ করেছে। ২০০৮ সালে সূচনার পর থেকেই রাজ্য সরকারের এই দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারিত্ব উৎসবের বিস্তার ও পরিচিতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। রাজস্থান কেবল এই উৎসবকে একটি অনন্য সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও নিজস্ব ঠিকানা উপহারই দেয়নি, বরং রাজ্য প্রশাসনের এই নিরন্তর সহায়তা ও সুযোগ-সুবিধা একে লেখকদের ঘরোয়া আড্ডা থেকে এক বিশ্বমানের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক মঞ্চে পরিণত করতে সাহায্য করেছে। এর প্রতিদানস্বরূপ, এই উৎসব জয়পুর ও রাজস্থানকে বিশ্ব সাহিত্য মানচিত্রে এক সুদৃঢ় আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ভারত সহ সারা বিশ্ব থেকে আগত বিশিষ্ট লেখক, চিন্তাবিদ ও শিল্পীদের মিলনমেলা ঘটানোর পাশাপাশি এই আয়োজন রাজস্থানের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকেও বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরে।

"টুয়েন্টি ইয়ার্স অব আইডিয়াস, স্টোরিজ, কনভারসেশনস" অর্থাৎ ভাবনা, গল্প ও আলোচনার ২০ বছরের প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আয়োজিত এই বিংশতম সংস্করণে সাহিত্য, সংস্কৃতি, অ্যাকাডেমিক ও শিল্পজগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা একত্রিত হবেন, যেখানে বহুভাষিক কথাসাহিত্য, অনুবাদ এবং বৃহত্তর পরিসরে জনসম্পৃক্ততার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে।

ড্রিম এইচ১২ ডুয়াল ফ্লেক্সরিচ-এর আত্মপ্রকাশ

কলকাতা: ড্রিম টেকনোলজি ভারতে এইচ১২ ডুয়াল ফ্লেক্সরিচ ওয়েট অ্যান্ড ড্রাই ভ্যাকুয়াম লঞ্চ করেছে। ৬-ইন-১ এই ডিভাইসটি একাধিক ধরনের পৃষ্ঠ ও পরিষ্কারের প্রয়োজন মেটানোর জন্য তৈরি। এর প্রারম্ভিক খুচরো মূল্য ৪৪,৯৯৯ টাকা।

১লা সেপ্টেম্বর থেকে ড্রিম ইন্ডিয়া-র অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে পণ্যটি পাওয়া যাচ্ছে। ৫ই সেপ্টেম্বর থেকে অ্যামাজন-এ বিক্রি শুরু হবে। সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে ক্রোমা এবং নির্বাচিত রিটেল আউটলেটেও এটি পাওয়া যাবে।

এইচ১২ ডুয়াল ফ্লেক্স রিচ-এ ওয়েট ও ড্রাই ভ্যাকুয়াম -এর পাশাপাশি মেঝে, কার্পেট, সোফা, পর্দা, কিবোর্ড এবং গাড়ির ইন্টেরিয়র পরিষ্কারের জন্য বিভিন্ন অ্যাটাচমেন্ট রয়েছে। এতে রয়েছে ২৩,০০০PA সাকশন, ১৮০-ডিগ্রি LIE-FLAT ডিজাইন, ট্যাঙ্গেলকাট টেকসই স্ক্র্যাপার এবং ডিটাচেবেল ব্যাটারি। এটি ফ্লোর ওয়াশ মোড-এ ৫০ মিনিট এবং ভ্যাকুয়াম মোড-এ ৬০ মিনিট পর্যন্ত চলতে পারে। এছাড়াও রয়েছে ৯০°C হট-ওয়াশ সেলফ-ক্লিনিং সিস্টেম ও হট-এয়ার ড্রাইং সুবিধা।

কলকাতায় এই লঞ্চ প্রিমিয়াম হোম-ক্লিনিং অ্যাপ্লায়েন্সের বাজারে গতি বাড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে। বহুমুখিতা, সুবিধা এবং বিক্রয়-পরবর্তী পরিষেবার দিকে ক্রেতাদের বাড়তি নজরের মধ্যেই ড্রিম-এর ১৬০টিরও বেশি শহরে থাকা দেশব্যাপী সার্ভিস নেটওয়ার্ক পণ্যটির গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে সাহায্য করতে পারে।

ড্রিম ইন্ডিয়া-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর মনু শর্মা জানান, নির্দিষ্ট পরিষ্কারের প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রাহকদের আরও বেশি ফ্লেক্সিবিলিটি ও কন্ট্রোল দেওয়ার দিকেই সংস্থা গুরুত্ব দিচ্ছে। পণ্যটির সঙ্গে রয়েছে এক বছরের ওয়ারেন্টি।

আধার হাউজিংয়ের রেটিং আপগ্রেড

কলকাতা: আধার হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেডের ঋণ উপকরণ ও ব্যাংক ঋণ সুবিধার রেটিং 'আইএনডি এএ /ইতিবাচক' থেকে বাড়িয়ে 'আইএনডি এএ +/স্থিতিশীল' করেছে ইন্ডিয়া রেটিং অ্যান্ড রিসার্চ (IND-RA)। কেয়ার-এর পর আধারের ক্রেডিট রেটিং এএ +/স্থিতিশীল-এ উন্নীত করা দ্বিতীয় রেটিং সংস্থা হল ইন্ডিয়া রেটিংস।

সংস্থার টেকসই সম্প্রসারণ, স্থিতিশীল সম্পদের গুণমান, শক্তিশালী মুনাফা, পর্যাপ্ত মূলধন, বৈচিত্র্যময় কার্যক্রম ও তহবিল প্রোফাইল এবং অভিজ্ঞ পরিচালন দলকে এই আপগ্রেডের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে IND-RA। অর্থনৈতিক চক্রের মধ্যেও স্থিতিস্থাপকতা ও স্বাস্থ্যকর পরিচালন মুনাফা বজায় রাখার ক্ষমতার কথাও জানিয়েছে তারা।

আধার হাউজিং ফাইন্যান্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও ঋষি আনন্দ বলেন, এই আপগ্রেড সংস্থার আর্থিক শক্তি, স্থিতিস্থাপক ব্যবসায়িক মডেল ও ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি। শক্তিশালী ক্রেডিট প্রোফাইলের মাধ্যমে অনুন্নত বাজারে সংস্থার প্রসার বাড়িয়ে আরও পরিবারকে আনুষ্ঠানিক আবাসন অর্থায়নের আওতায় আনা সম্ভব হবে।

৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত আধারের পরিচালনাধীন সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৩১,৪০০ কোটি টাকা। ২২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে রয়েছে ৬২৮টি শাখা। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে মূলধন পর্যাপ্ততার হার ৪৩.৪ শতাংশ এবং সম্পদের উপর রিটার্ন (ROA) ৪.০ শতাংশ।

কৃষিতে লৌহ আকরিকের অবশিষ্টাংশ ব্যবহারে গবেষণা

কলকাতা: আর্সেলর মিত্তাল নিপ্পন স্টিল ইন্ডিয়া (এএম/এনএস ইন্ডিয়া) এবং আইসিএআর-ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট (আইসিএআর-আইএআরআই) কৃষিক্ষেত্রে আয়রন ওর টেলিংস (আইওটিএস)-এর টেকসই ব্যবহারের বিষয়ে গবেষণার জন্য মউ স্বাক্ষর করেছে। এই উদ্যোগ সার্কুলার ইকোনমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

এএম/এনএস ইন্ডিয়া-এর R&D বিভাগের প্রধান ড. বিশ্বনাথন এন. এবং আইসিএআর-আইএআরআই-এর জয়েন্ট ডিরেক্টর (রিসার্চ) ড. সি. বিশ্বনাথন মউ স্বাক্ষর করেন। উপস্থিত ছিলেন আইসিএআর-আইএআরআই-এর প্রিন্সিপাল সায়েন্টিস্ট ও প্রকল্পের প্রধান তদন্তকারী ড. ভূপিন্দর সিং-সহ দুই প্রতিষ্ঠানের আধিকারিকরা। ২০২৪ সালে শুরু হওয়া প্রাথমিক গবেষণায় দেখা যায়, লৌহ আকরিকের বেনিফিকেশন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন আইওটিএস-এ সিলিকা, আয়রন অক্সাইড, অ্যালুমিনা, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়ামসহ বিভিন্ন উপকারী খনিজ রয়েছে। নয়াদিল্লি ও ছত্তিশগড়ের কিরান্দুলে পরীক্ষায় ধান, গম ও সবজি চাষে এর ব্যবহারের সম্ভাবনা দেখা গেছে।

নতুন মউ -এর আওতায় আইএআরআই, নয়াদিল্লি এবং কিরান্দুলে একাধিক মরশুম ধরে গবেষণা চালিয়ে ফসলের প্রতিক্রিয়া, পুষ্টি উপাদানের প্রাপ্যতা, ফাইটোটক্সিসিটি, লিচিং বৈশিষ্ট্য ও পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন করা হবে। লক্ষ্য হল আইওটিএস-এর নিরাপদ কৃষি ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং দীর্ঘমেয়াদি মজুতের প্রয়োজন কমানো। এই উদ্যোগ কৃষি উৎপাদনশীলতা ও পরিবেশ সংরক্ষণের পাশাপাশি প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করা, রাসায়নিক সারের আমদানি কমানো এবং 'ওয়ান হেলথ' পদ্ধতিকে সমর্থন করবে। অবক্ষয়িত মাটিতে আয়রনের ঘাটতি পূরণ এবং কৃষিজ পণ্যে আয়রনের পরিমাণ বাড়িয়ে বায়োফর্টিফিকেশনেও এর সম্ভাবনা রয়েছে।

এএম/এনএস ইন্ডিয়া -এর ডিরেক্টর ও ভাইস প্রেসিডেন্ট-টেকনোলজি হিরু ইশিবাশি বলেন, বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে আইওটিএস-এর সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে উপজাত মজুতের পরিবেশগত প্রভাব কমানো এবং টেকসই কৃষি ও সম্পদ সংরক্ষণে সহায়তা করাই উদ্যোগটির লক্ষ্য। ড. ভূপিন্দর সিং জানান, প্রাথমিক গবেষণার ফল আশাব্যঞ্জক।

দীর্ঘমেয়াদি গবেষণায় কৃষিগত কার্যকারিতা, পরিবেশগত নিরাপত্তা ও পুষ্টি উপাদানের গতিশীলতা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এই উদ্যোগ এএম/এনএস ইন্ডিয়া -এর স্থায়িত্ব কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সংস্থাটি স্টিল স্ক্র্যাপ পুনর্ব্যবহার, স্টিল স্ল্যাগকে "আকর" ব্র্যান্ডেড অ্যাগ্রিগেটে রূপান্তর, জিরো লিকুইড ডিসচার্জ -এর মাধ্যমে জল পুনর্ব্যবহার এবং ৯০ শতাংশের বেশি উৎপাদন-উপজাত পুনর্ব্যবহার বা রিসাইক্লিংয়ের মতো উদ্যোগও বাস্তবায়ন করছে।

টাটা ট্রাস্টসের নতুন প্রচার 'ভাজুদ রহে মজুদ'

কলকাতা: ডিমেনশিয়া দ্রুত শনাক্তকরণ এবং রোগী ও তাঁদের পরিচর্যাকারীদের সহায়তার জন্য 'ভাজুদ রহে মজুদ'' নামে জনসচেতনতা অভিযান শুরু করল টাটা ট্রাস্টস। বিশ্ব আলঝাইমার মাস উপলক্ষে শুরু হওয়া এই প্রচারে ভারতে বাড়তে থাকা ডিমেনশিয়ার সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে প্রায় ৮৮ লক্ষ প্রবীণ ভারতীয় ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত। গবেষণা অনুযায়ী, প্রায় ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রেই রোগটি ধরা পড়ে না। ২০৩৬ সালের মধ্যে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১ কোটি ৬৯ লক্ষ হতে পারে বলে ২০২৩ সালের AIIMS-USC-এর গবেষণায় অনুমান করা হয়েছে।

প্রচারের মাধ্যমে বলা হয়েছে, স্মৃতিশক্তি, আচরণ বা দৈনন্দিন কাজকর্মে পরিবর্তনকে শুধু বার্ধক্যের স্বাভাবিক লক্ষণ বলে এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। টাটা ট্রাস্টসের সিইও সিদ্ধার্থ শর্মা জানান, আগামী দিনে ডিমেনশিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যা হয়ে উঠবে। তাই রোগীদের জন্য উন্নত পরিচর্যা ব্যবস্থা ও প্রশিক্ষিত পরিচর্যাকারী তৈরি করা জরুরি।

কলকাতায় প্রবীণ মানুষের সংখ্যা বাড়ায় ডিমেনশিয়া-সহ দীর্ঘমেয়াদি পরিচর্যার চাহিদাও বাড়ছে। ফলে বিশেষায়িত ডিমেনশিয়া পরিচর্যার পরিকাঠামো এবং দক্ষ নার্সের প্রয়োজনীয়তা আরও বাড়ছে।

স্বাস্থ্য ও জীবনশৈলী

রক্তাল্পতাই কি বাড়িয়ে দিচ্ছে আপনার ডায়াবেটিসের মাত্রা?

এইচবিএওয়ানসি পরীক্ষার অজানা সত্য

অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা শরীরের লোহিত রক্তকণিকাকে প্রভাবিত করতে পারে, যা সরাসরি এইচবিএওয়ানসি পরীক্ষার ফলাফলে প্রভাব ফেলে। বিশেষজ্ঞদের মতে, রক্তে শর্করার গড় মাত্রা নির্ণয়কারী এই পরীক্ষার ক্ষেত্রে অ্যানিমিয়ার বিভিন্ন প্রকারভেদ বড় ভূমিকা পালন করে।

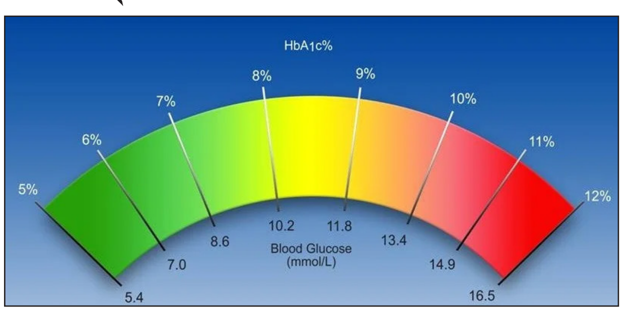

আয়রনের ঘাটতিজনিত অ্যানিমিয়া: এই সমস্যায় লোহিত রক্তকণিকাগুলি অনেক বেশি দিন বেঁচে থাকে এবং হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে বেশি পরিমাণে গ্লুকোজ যুক্ত হওয়ার সময় পায়। এর ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা স্বাভাবিক থাকলেও এইচবিএওয়ানসি-র রিপোর্ট ভুলভাবে বেশি আসতে পারে।

অন্যান্য অ্যানিমিয়া ও রক্তের রোগ: হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া, সম্প্রতি রক্তক্ষরণ বা লোহিত রক্তকণিকার আয়ু কমিয়ে দেয় এমন যেকোনো রোগ এইচবিএওয়ানসি-র ফলাফলকে কৃত্রিমভাবে কমিয়ে দিতে পারে। এছাড়া থ্যালাসেমিয়া বা কাস্তে সেল অ্যানিমিয়ার মতো হিমোগ্লোবিনের রূপভেদও পরীক্ষার ফলাফলকে বিভ্রান্তিকর করে তোলে।

বিকল্প পদ্ধতি: এইচবিএওয়ানসি রিপোর্ট অবিশ্বস্ত হলে চিকিৎসকরা ফাস্টিং বা পোস্ট-মিয়াল ব্লাড সুগার, কন্টিনিউয়াস গ্লুকোজ মনিটরিং এবং ফ্রুকটোসামাইন বা গ্লাইকেটেড অ্যালবুমিনের মতো বিকল্প পরীক্ষা করার পরামর্শ দেন।

বাড়িতে নিয়মিত রক্তের শর্করার মাপের সঙ্গে যদি ল্যাবরেটরির এইচবিএওয়ানসি ফলাফলের অমিল দেখা যায়, তবে রক্তাল্পতা বা লোহিত রক্তকণিকাসংক্রান্ত কোনো সমস্যা আছে কি না তা খতিয়ে দেখা জরুরি।

ওজন কমাতে ও ক্লান্তি দূর করতে ভিটামিন বি১২ সমৃদ্ধ এই সুপারফুডগুলি রাখুন আপনার ডায়েটে

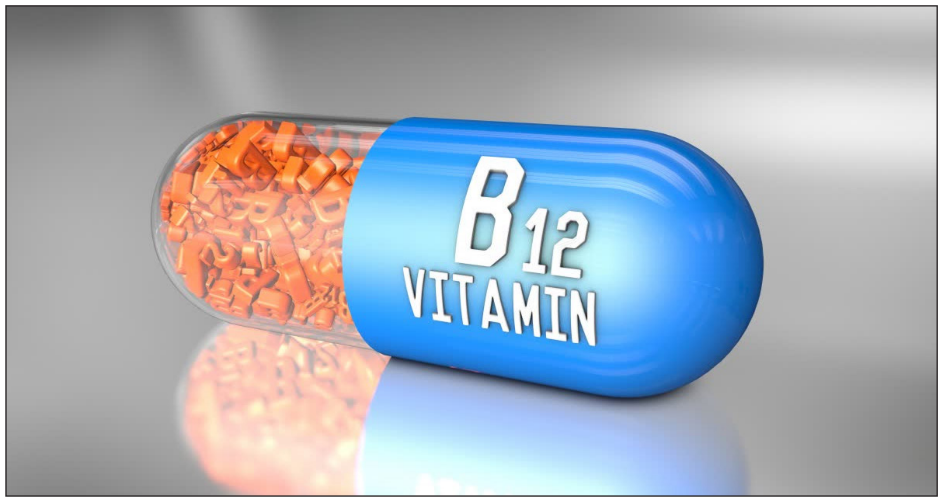

ওজন কমানোর চেষ্টা করেও কি সারাক্ষণ ক্লান্তি ও অলসতা ঘিরে ধরছে? এর নেপথ্যে থাকতে পারে শরীরে ভিটামিন বি১২-এর ঘাটতি। স্নায়ুতন্ত্রকে সক্রিয় রাখা এবং শরীরে শক্তি জোগাতে এই পুষ্টি উপাদানটি অত্যন্ত জরুরি। একই সঙ্গে ভিটামিন বি১২ বিপাক প্রক্রিয়া বা মেটাবলিজমকে সচল রেখে দ্রুত চর্বি ঝরাতে সাহায্য করে। ওজন হ্রাসের প্রক্রিয়াকে সহজ করতে এবং ক্লান্তি দূর করতে দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় যে খাবারগুলি রাখা অত্যন্ত উপকারী:

মাশরুম

কম ক্যালোরি এবং উচ্চ ফাইবারযুক্ত কিছু নির্দিষ্ট মাশরুমে প্রচুর ভিটামিন বি১২ থাকে, যা ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে অত্যন্ত উপযোগী।

ডিম

প্রোটিন ও স্বাস্থ্যকর চর্বির পাশাপাশি ডিম ভিটামিন বি১২-এর একটি দুর্দান্ত উৎস। এটি দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখতে এবং ঘনঘন অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমাতে সাহায্য করে।

মেটে

মুরগি বা খাসির কলিজা ভিটামিন বি১২-এর অন্যতম সেরা উৎস। তবে এতে কোলেস্টেরল বেশি থাকায় পরিমিত পরিমাণে খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

দুগ্ধজাত খাবার

দুধ, পনির এবং বিশেষ করে কম চর্বিযুক্ত টক দই বা গ্রিক ইয়োগার্টে প্রচুর প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন বি১২ থাকে, যা অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রেখে ওজন কমাতে সহায়তা করে।

সয়াজাত পণ্য

সয়া মিল্ক এবং টফুর মতো ফর্টিফাইড সয়াজাত খাবার নিরামিষভোজীদের জন্য পর্যাপ্ত প্রোটিন ও ভিটামিন বি১২ নিশ্চিত করে।

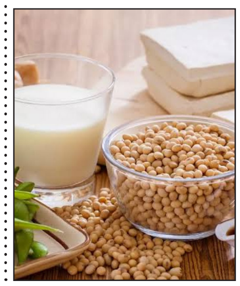

মাছ

স্যামন, টুনা এবং সার্ডিনের মতো সামুদ্রিক মাছে ভরপুর ভিটামিন বি১২ ও ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে। এগুলি শরীরের প্রদাহ কমিয়ে বিপাকক্রিয়া বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা নেয়।

মুরগির মাংস

চামড়া ছাড়া চিকেন ব্রেস্ট চর্বিহীন প্রোটিন ও ভিটামিন বি১২-এর দারুণ উৎস। এটি পেশি শক্তিশালী করার পাশাপাশি শরীরের ক্যালরি পোড়ানোর ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

ফর্টিফাইড সিরিয়াল

নিরামিষভোজীদের জন্য ভিটামিন বি১২-এর চাহিদা মেটাতে ফর্টিফাইড ব্রেকফাস্ট সিরিয়াল একটি চমৎকার বিকল্প, যা সারাদিনের শক্তি জোগাতে সাহায্য করে।

মনখারাপে স্বস্তি দিতে পারে ‘যোগাসন’

মনখারাপের কারণ সবসময় একদিনে তৈরি হয় না। নানা দুশ্চিন্তা, মানসিক চাপ ও নেতিবাচক ভাবনা ধীরে ধীরে জমে একসময় অস্বস্তি বা উৎকণ্ঠার কারণ হতে পারে। তবে সাময়িক মনখারাপ বা কিছুই ভালো না লাগার অনুভূতিকে সবসময় ‘ডিপ্রেশন’ বলে ধরে নেওয়া ঠিক নয়। দীর্ঘদিন ধরে এমন উপসর্গ থাকলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। মানসিক চাপ ও অস্থিরতা কমাতে নিয়মিত শরীরচর্চার পাশাপাশি যোগাসনও উপকারী হতে পারে। সহজ কিছু আসন দৈনন্দিন অভ্যাসে রাখতে পারেন।

সর্বাঙ্গাসন

চিত হয়ে শুয়ে পা দু'টি জোড়া করে ধীরে ধীরে উপরে তুলুন। কোমরে ভর দিয়ে পিঠও তুলুন, যাতে ঘাড় থেকে পা পর্যন্ত শরীর যতটা সম্ভব সরলরেখায় থাকে। থুতনি বুকের দিকে থাকবে এবং দৃষ্টি থাকবে পায়ের আঙুলের দিকে। স্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিন। প্রায় ৩০ সেকেন্ড অবস্থান করে শবাসনে বিশ্রাম নিন। এ ভাবে তিন বার অভ্যাস করা যায়।

আনন্দ বালাসন

ম্যাটের উপর চিত হয়ে শুয়ে দুই হাঁটু ভাঁজ করে পেটের কাছে নিয়ে আসুন। হাত দিয়ে দুই পায়ের পাতা ধরুন। হাঁটু দু'টির মধ্যে কিছুটা দূরত্ব রাখুন। আরামদায়ক অবস্থায় প্রায় ৬০ সেকেন্ড থাকুন। এই আসন শরীরকে শিথিল করতে এবং জমে থাকা ক্লান্তি কমাতে সাহায্য করতে পারে।

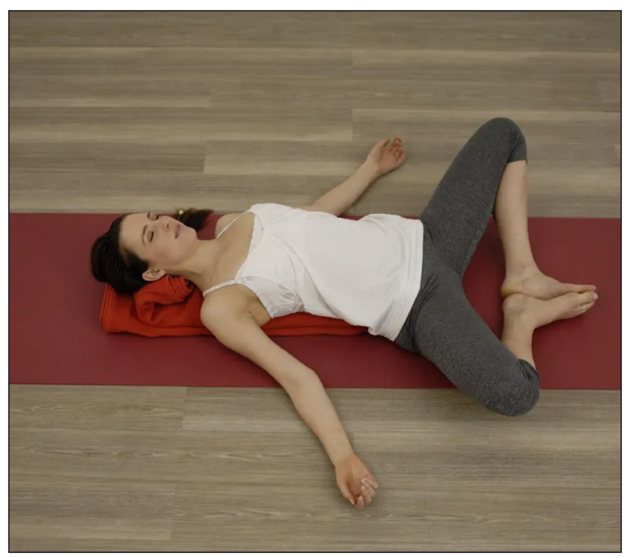

সুপ্ত বদ্ধকোণাসন

চিত হয়ে শুয়ে হাঁটু ভাঁজ করে দুই পায়ের পাতা একসঙ্গে জুড়ে দিন। হাঁটু দু'টি স্বাভাবিকভাবে দুই দিকে নামিয়ে রাখুন। হাত মাথার দিকে লম্বালম্বিভাবে মেঝের উপর ছড়িয়ে দিন। কিছুক্ষণ এই অবস্থায় থেকে ধীরে ধীরে আগের অবস্থানে ফিরে আসুন।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে প্রথম বর্ষের ভর্তি প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: ২ সেপ্টেম্বর উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে প্রথম বর্ষের ভর্তি প্রক্রিয়া ও কাউন্সেলিং চলাকালীন চরম উত্তেজনা ছড়াল। অভিযোগ উঠেছে, কাউন্সেলিংয়ের সময় কলেজ চত্বরে বিশৃঙ্খলা ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে।

অভিযোগ অনুযায়ী, নতুন শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে এআইডিএসও-র পক্ষ থেকে একটি হেল্প ডেস্ক তৈরি করা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ইন্টার্ন ও চিকিৎসকদের ওপর বহিরাগত এবিভিপি সদস্যরা চড়াও হন বলে অভিযোগ ওঠে। কাউন্সেলিং হলে হঠাৎ কিছু লোক ঢুকে হুমকি দেয় এবং উপস্থিতদের ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। এমনকি মোবাইল ফোন ও স্টেথোস্কোপ চুরির অভিযোগও সামনে এসেছে। এইডসও-র সম্পাদক তথা ইন্টার্ন ডা. হিরণময় রায় জানান, নতুন শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার সময় তাঁদের ওপর এই হামলা চালানো হয় এবং মহিলা ইন্টার্নদের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করা হয়েছে।

তবে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবিভিপি। সংগঠনের কর্মী অভিজিৎ রায় দাবি করেন, কলেজের অনুমোদিত কিছু ছাত্র প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল, কিন্তু অনুমতিহীন কিছু বহিরাগত ক্যাম্পাসে ঢুকে পড়ায় পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। যাঁদের কাছে বৈধ পরিচয়পত্র ছিল না, পুলিশ তাঁদের সরিয়ে দিয়েছে বলে তিনি জানান। ঘটনার পর মেডিকেল পুলিশ ফাঁড়ির কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। এসিপি অনির্বাণ মজুমদার জানিয়েছেন, বর্তমানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবে ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে। তাঁর মতে, এখনও পর্যন্ত বহিরাগতদের আক্রমণের কোনও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি, তবে লিখিত অভিযোগ পেলে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।

পর্যটকদের আবাসনের জন্য কঠোর নিয়ম চালু করল ভুটান

নিজস্ব প্রতিবেদন

জয়গাঁও: ভুটানে পর্যটকদের রাত কাটানোর ক্ষেত্রে কড়া নির্দেশিকা জারি করেছে দেশটির পর্যটন বিভাগ। শিল্প, বাণিজ্য ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের অধীনস্থ পর্যটন বিভাগের মান ও সম্মতি বিভাগ গত ২৬ অগাস্ট একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে যে, দেশটিতে আগত পর্যটকরা কেবল অনুমোদিত এবং সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত আবাসন বা নির্দিষ্ট স্থানেই রাত্রিবাস করতে পারবেন। ভুটানের ট্যুরিজম রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস ২০২৪-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, কোনও অ-প্রত্যয়িত প্রাঙ্গণ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা অননুমোদিত খোলা জায়গায় পর্যটকদের রাত্রিযাপন বা ক্যাম্পিং সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এমনকি পূর্বানুমোদন ও আইনি আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া পর্যটকদের জন্য কোনো আবাসন তৈরি করা হলে বা সেখানে পর্যটকদের রাখা হলে সম্পত্তির মালিককে ভারী জরিমানা করা হবে। অনুমোদিত সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই একটি বৈধ স্টার রেটিং সার্টিফিকেট রাখতে হবে এবং সময়মতো তা নবায়ন করতে হবে। দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, খাঁটি আতিথেয়তা প্রচার এবং পরিষেবার মান বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

ভারত থেকে প্রতি বছর সবচেয়ে বেশি পর্যটক ভুটানে যান। উত্তরবঙ্গের পর্যটন ব্যবসায়ীরা ভুটান সরকারের এই পদক্ষেপকে অত্যন্ত ইতিবাচক হিসেবে স্বাগত জানিয়েছেন। হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক তন্ময় গোস্বামী বলেন, "এই উদ্যোগ পর্যটকদের নিরাপদ আবাসন নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিয়মিত নজরদারির ফলে পর্যটকরা উন্নত মানের পরিষেবা পাবেন।"

রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালকে চিঠি তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা: রাজধানী কলকাতার শেক্সপিয়র সরণির কামাক স্ট্রিটে টিএমসি অফিসে হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের কাছে কড়া চিঠি পাঠাল তৃণমূল কংগ্রেস। মে মাসে রাজ্যে পটপরিবর্তনের পর থেকেই আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটছে বলে অভিযোগ জানিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবির।

৩ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার ভোরে অস্ত্রধারী একদল দুষ্কৃতী কামাক স্ট্রিটের ওই দলীয় কার্যালয়ে চড়াও হয়ে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়, আসবাবপত্র ও ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম নষ্ট করে এবং দলীয় কর্মীদের ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ করেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাশাপাশি, বারবার ফোন ও ইমেল করা সত্ত্বেও দীর্ঘ দুই ঘণ্টা কলকাতা পুলিশ নিষ্ক্রিয় ছিল বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। এই ঘটনার পরেই সাংবিধানিক প্রধানদের হস্তক্ষেপ চেয়ে এবং অপরাধীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে সরব হয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

টাওয়ারের চূড়ায় বাদশা

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: প্রায় আট থেকে নয় ঘণ্টার রুদ্ধশ্বাস অভিযানের পর শিলিগুড়ির হাসপাতাল মোড়ে মোবাইল টাওয়ারের চূড়া থেকে নিরাপদে উদ্ধার করা হল যুবক বাদশাকে। ২ সেপ্টেম্বর বুধবার বিকেলে টাওয়ারের অনেকটা উপরে তাঁকে দেখতে পান স্থানীয়রা। রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ তাঁকে নামিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ, দমকল, এসডিআরএফ, কিউআরটি ও সিভিল ডিফেন্সের দল। টাওয়ারের চারপাশে নিরাপত্তাজাল বিছানোর পাশাপাশি ড্রোনের সাহায্যে যুবকের গতিবিধির উপর নজর রাখা হয়। বিশেষ পর্বতারোহীরাও টাওয়ারে উঠে তাঁকে নামানোর চেষ্টা করেন।

উদ্ধারকারীরা দীর্ঘক্ষণ কথা বলে তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। জানা গিয়েছে, নিচে নামার আগে যুবক মাংস-ভাত, চকলেট, জুস-সহ নানা খাবার দাবি করেন। এমনকি হেলিকপ্টারে ঘোরানোর দাবিও করেন বলে সূত্রের খবর। কোনওরকম জোর না করে দীর্ঘক্ষণ বোঝানোর পর শেষপর্যন্ত তাঁকে নামানো সম্ভব হয়।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, যুবক মানসিকভাবে অসুস্থ হতে পারেন। তবে চিকিৎসা ও পরীক্ষার পরই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। বৃষ্টি ও অন্ধকারের মধ্যেও উদ্ধারকারী দল এবং পর্বতারোহীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বড় দুর্ঘটনা এড়িয়ে সফল হয় অভিযান।

নেপালের পর এবার সিকিমেও দুর্যোগের শঙ্কা

বিশেষ প্রতিবেদন

ভয়াবহ হড়পা বানে বিপর্যস্ত নেপালের বিস্তীর্ণ এলাকা। এরই মধ্যে মৃতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছে। নিখোঁজ রয়েছেন চার হাজারেরও বেশি মানুষ। হিমবাহ ভেঙে নেমে আসা জলরাশিতে একাধিক এলাকা প্লাবিত হয়েছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই ভারী বৃষ্টিতে সিকিমের বিভিন্ন এলাকায় ভূমিধসের ঘটনায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে।

গত ২ সেপ্টেম্বর বুধবার সকালে পশ্চিম সিকিমের গ্যালশিং জেলার রিম্বি-ইউকসম সড়কের বিস্তীর্ণ অংশে ধস নামে। ফলে ওই সড়কে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। পাহাড় থেকে কাদা ও জলের স্রোত নেমে আসায় স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি পর্যটকরাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী কয়েক দিন সিকিমে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে পাহাড়ি এলাকায় নতুন করে ধসের আশঙ্কাও রয়েছে।

এদিকে নেপালের বিপর্যয়ের পর সিকিমের হিমবাহ হ্রদগুলি নিয়েও সতর্কতা বাড়ানো হয়েছে। পরিবেশবিদদের একাংশের আশঙ্কা, দ্রুত হিমবাহ গলে জলস্তর বেড়ে গেলে হড়পা বানের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। সিকিমে শতাধিক হিমবাহ হ্রদ রয়েছে, যার মধ্যে ১৬টি ঝুঁকিপূর্ণ বলে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত হয়েছে। পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে ওই হ্রদগুলিতে নজরদারি জোরদার করছে সরকার।

জোড়া ধসে বিপর্যস্ত রেল-সড়ক পথ

নিজস্ব প্রতিবেদন

ফারাক্কা: নিম্নচাপের ভ্রুকুটি ও টানা ভারী বৃষ্টির জেরে মুর্শিদাবাদের উত্তর প্রান্তে জোড়া ধস। গত ৩ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ভোরে ফারাক্কায় রেললাইনে ধসের পাশাপাশি সামশেরগঞ্জের ডাকবাংলায় চাঁদপুর পল্টন ব্রিজ সংলগ্ন সড়কেও ধস নামে। ফলে রেল ও সড়ক—দুই গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থাই কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

রেল সূত্রে খবর, ভোর ৩টে ১০ মিনিট নাগাদ ফারাক্কা ব্যারেজের প্রবেশমুখে আপ লাইনের প্রায় ২০ ফুট অংশ বসে যায়। পেট্রোলিংয়ে থাকা রেলকর্মীদের নজরে বিষয়টি আসায় বড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়। আপ লাইন বন্ধ থাকায় একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন আটকে পড়ে।

অন্যদিকে, সকাল ৭টা নাগাদ এদিন সামশেরগঞ্জের ডাকবাংলায় চাঁদপুর পল্টন ব্রিজের কাছে প্রায় ৩০ ফুট রাস্তা ধসে যায়। পাকুড় ও ঝাড়খণ্ডগামী এই গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আটকে পড়ে অ্যাম্বুলেন্স-সহ বহু যানবাহন। জোড়া ধসে চরম দুর্ভোগে পড়েন সাধারণ মানুষ। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে রেল ও পূর্ত দপ্তর।

দাবি মানল কেন্দ্র, মিছিল বাতিল সিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন

নয়াদিল্লি: নিট-কেলেঙ্কারির প্রতিবাদে ২০ থেকে ২৫ জুলাইয়ের মধ্যে আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একাধিক এফআইআর বাতিলের নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। দিল্লি, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র ও অসমের মামলাগুলি বাতিলের পাশাপাশি অন্য রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলেও একই ধরনের এফআইআর বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ।

তবে অতীতে অপরাধের মামলা থাকা ২,৮৭৩ জন আন্দোলনকারীর বিরুদ্ধে নতুন করে এফআইআর করতে পারবে দিল্লি পুলিশ। আন্দোলনের সময় আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং নিট-পরবর্তী আত্মহত্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে ক্ষতিপূরণের বিষয়েও কেন্দ্রকে উদ্যোগী হতে বলেছে আদালত।

কেন্দ্রের আশ্বাসে ৫ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে ঘোষিত প্রতিবাদ কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছে 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি)। আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে এফআইআর প্রত্যাহার-সহ বিভিন্ন দাবিতে কেন্দ্র ইতিবাচক আশ্বাস দিয়েছে। প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, দুই পক্ষ দায়িত্বশীল আচরণ করলে সমস্যার সমাধান সম্ভব।

আর জি কর মামলায় গ্রেপ্তার প্রাক্তন পুরপ্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন

বেঙ্গালুরু: আর জি কর-কাণ্ডের তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগে পানিহাটির প্রাক্তন পুরপ্রধান সোমনাথ দে-কে বেঙ্গালুরু থেকে গ্রেপ্তার করেছে খড়দহ থানার পুলিশ। এর আগে এই মামলায় নির্মল ঘোষ ও সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হন। শ্মশানের রিকুইজিশনে সোমনাথের নাম থাকায় তাঁর ভূমিকা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ট্রানজিট রিমান্ডে তাঁকে রাজ্যে আনা হচ্ছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পন্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত।
● সম্পাদকঃ সন্দীপন পন্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96